অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন আইন, ২০২৩

অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন আইন, ২০২৩

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

সূচনা

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রয়োগ..... ৪
২। সংজ্ঞার্থ..... ৪

দ্বিতীয় অধ্যায়

নৌযান নিবন্ধন এবং জরিপ ইত্যাদি

৩। অভ্যন্তরীণ নৌযানসমূহের জরিপ এবং নিবন্ধন..... ৫
৪। জরিপ এবং নিবন্ধনের স্থান, জরিপকারক ও নিবন্ধক নিয়োগ ইত্যাদি..... .....৬
৫। জরিপকারক ও নিবন্ধকগণের ক্ষমতা..... ৬
৬। অভ্যন্তরীণ নৌযানের নকশা এবং নির্মাণ পরিকল্পনা অনুমোদন.....৬
৭। নির্মাণ, জরিপ ইত্যাদি..... ৭
৮। ক্লাসিফিকেশন সোসাইটিকে দায়িত্ব অর্পণ ইত্যাদি..... ৭
৯। জাহাজ চিহ্নিতকরণ..... ৮
১০। জরিপ ফি ইত্যাদি..... ৮
১১। জরিপকারকের ঘোষণা.....৮
১২। জরিপ সনদ প্রদান-সংক্রান্ত বিধান.....৯
১৩। জরিপ সনদ নৌযানের দৃষ্টি আকর্ষণকারী স্থানে ঝুলাইয়া রাখা-সংক্রান্ত বিধান.....৯
১৪। জরিপ সনদের মেয়াদ.....১০
১৫। জরিপ সনদ নবায়ন.....১০
১৬। মেয়াদ-উত্তীর্ণ ও বাতিলকৃত সনদ জমা প্রদান.....১০
১৭। একাধিক জরিপকারক কর্তৃক নৌযান জরিপ করানোর ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা.....১০
১৮। কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দ্বিতীয় জরিপের আদেশ প্রদানের ক্ষমতা.....১০
১৯। একাধিক জরিপকারক নিযুক্ত হইলে তাহাদের দায়িত্ব বিভাজন.....১১
২০। নিবন্ধনের জন্য আবেদন.....১১
২১। নিবন্ধন সনদ মঞ্জুর.....১১
২২। নিবন্ধন নম্বর প্রদর্শন.....১১
২৩। নিবন্ধন সংক্রান্ত তথ্যাদি সংরক্ষণ.....১১
২৪। নৌযানে নিবন্ধন সনদ সংরক্ষণ.....১১
২৫। নিবন্ধন সনদ নৌযানে রাখিবার বাধ্যবাধকতা.....১১
২৬। নৌযান হারানো ইত্যাদির ক্ষেত্রে বিজ্ঞপ্তি প্রদান.....১১
২৭। মালিকানা পরিবর্তন.....১২
২৮। বাংলাদেশের বাহিরে অর্জিত মালিকানা সম্পর্কে নিবন্ধককে অবহিতকরণ.....১২
২৯। নিবন্ধনকৃত অভ্যন্তরীণ নৌযান হস্তান্তর.....১২
৩০। বাংলাদেশি নাগরিকের নিকট হস্তান্তরিত নৌযানের নিবন্ধন.....১৩
৩১। পরিবর্তিত নৌযান পুনঃনিবন্ধন সংক্রান্ত বিধান ১৩

৩২। নিবন্ধন সনদের মেয়াদ ইত্যাদি.....১৩
৩৩। নিবন্ধন ইত্যাদি সংক্রান্ত প্রতিবেদন দাখিল.....১৪
৩৪। জরিপ এবং নিবন্ধন সনদ-এর অধিকার সংক্রান্ত পারস্পরিক স্বীকৃতি..... ১৪
৩৫। জরিপ সনদ ব্যতিত নৌ-যাত্রা নিষিদ্ধ.....।.....১৪

তৃতীয় অধ্যায়
লোক নিয়োগ, পরীক্ষা এবং সনদায়ন

৩৬। অভ্যন্তরীণ নৌযানের শ্রেণিবিভাগ ১৫
৩৭। যোগ্যতার সনদ.....১৫
৩৮। অভ্যন্তরীণ নৌযানে নাবিক নিয়োগ.....১৫
৩৯। অভ্যন্তরীণ নৌযানের নাবিকদের ইউনিফর্ম, পরিচয়পত্র ইত্যাদি.....১৫
৪০। অভ্যন্তরীণ ইঞ্জিনিয়ার, মাস্টার, ইঞ্জিন ড্রাইভারদের প্রশিক্ষণ.....১৬
৪১। অভ্যন্তরীণ নৌযানের নাবিক নিবন্ধন.....১৬
৪২। পরীক্ষক নিয়োগ.....১৬
৪৩। যোগ্যতা সনদ মঞ্জুরিকরণ.....১৬
৪৪। সনদের অনুলিপি প্রণয়ন ও অবৈধ সনদ সংক্রান্ত শাস্তি.....১৭
৪৫। সনদ হারানো..... ১৭
৪৬। সনদ স্থগিত ও বাতিলকরণ.....১৭
৪৭। অসদাচরণ, ইত্যাদির দরুন জাহাজ বিপদাপন্ন করিবার দণ্ড.....১৮

চতুর্থ অধ্যায়
নৌ-দুর্ঘটনা

৪৮। নৌ-দুর্ঘটনা এবং উহার প্রতিবেদন প্রদান সংক্রান্ত বিধান..... ১৮
৪৯। নৌ-দুর্ঘটনার তদন্ত..... ১৯

পঞ্চম অধ্যায়
নৌযান ও যাত্রীদের সুরক্ষা

৫০। রুট পারমিট, সময়সূচি, ভাড়ার তালিকা এবং মুদ্রিত টিকিট ব্যতীত নৌ-যাত্রা নিষিদ্ধ..... ১৯
৫১। অনুমতি ব্যতীত বে ক্রসিং ও উপকূলীয় এলাকায় অভ্যন্তরীণ নৌযান চলাচল নিষিদ্ধ..... ২০
৫২। বেতার যোগাযোগ ও নেভিগেশন যন্ত্রপাতি ব্যতীত নৌ-যাত্রা নিষিদ্ধ ২০
৫৩। ঝড়ের সংকেত থাকাবস্থায় নৌ-যাত্রা নিষিদ্ধ..... ২০
৫৪। দুর্ঘটনাকবলিত জাহাজকে সাহায্য প্রদান ২০
৫৫। বিস্ফোরণ, অগ্নিকাণ্ড ইত্যাদির বিরুদ্ধে নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা..... ২১
৫৬। সংঘর্ষ ইত্যাদি এড়ানোর বিধান অনুসরণ..... ২১
৫৭। বিপজ্জনক মালামাল পরিবহন..... ২১
৫৮। নৌপথে বিঘ্ন সৃষ্টি করা নিষিদ্ধ..... ২২
৫৯। যাত্রীবাহী নৌযানে অতিরিক্ত যাত্রী এবং উপরের ডেকে মালামাল বহন না করা ইত্যাদি..... ২২
৬০। অভ্যন্তরীণ নৌযানে অনুচিতভাবে মালামাল বোঝাইয়ের জন্য দণ্ড..... ২২
৬১। অতিরিক্ত মালামাল (কঠিন, তরল, বায়বীয় অথবা খোলা অবস্থায় স্তূপাকার) বোঝাইয়ের দণ্ড..... ২২
৬২। বীমা এবং নৌ-দুর্যোগ তহবিল ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য হওয়া ব্যতীত নৌযাত্রা নিষিদ্ধ..... ২৩
৬৩। যাত্রী ও মালের সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন ভাড়ার হার..... ২৩

৬৪। যাত্রী ও মালামাল পরিবহনের ভাড়ার তালিকা প্রকাশ..... ২৩
৬৫। যাত্রী চলাচল ও মালামাল পরিবহন নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা..... ২৩
৬৬। মালামাল, ইত্যাদি গ্রহণ এবং হস্তান্তরের সুবিধাদি.....২৪

ষষ্ঠ অধ্যায়

নৌযান ও যাত্রীদের সুরক্ষা

৬৭। অভ্যন্তরীণ নৌ-পথের পরিবেশ দূষণ নিষিদ্ধ..... ২৪
৬৮। পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধ সনদ নৌযানে রাখিতে হইবে.....২৫

সপ্তম অধ্যায়

অপরাধ তদন্ত, বিচার ইত্যাদি

৬৯। অপরাধসমূহের বিচার..... ২৫
৭০। নৌ-আদালতের গঠন ইত্যাদি.....২৫
৭১। নৌ-আদালত প্রথম শ্রেণির জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এর ক্ষমতাসম্পন্ন হইবে.....২৬
৭২। বিচার পদ্ধতি ২৬
৭৩। সাক্ষীদের গ্রেফতার.....২৬
৭৪। অযোগ্যতা, ইত্যাদি অভিযোগ তদন্তের ক্ষমতা..... ২৬
৭৫। আদালতের বিশেষ ক্ষমতা..... ২৬
৭৬। আদালত কর্তৃক সরকারকে অবহিতকরণ..... ২৭
৭৭। অপরাধের বিচার ও অন্যান্য সংঘটিত অপরাধসমূহের দণ্ড.....২৭
৭৮। সম্পত্তি ক্রোক করিয়া জরিমানা আদায়.....২৭
৭৯। মোবাইল কোর্টের এক্তিয়ার.....২৭
৮০। জরিমানা বিষয়ে বিশেষ বিধান.....২৭
৮১। কোম্পানি, ইত্যাদি কর্তৃক সংঘটিত অপরাধসমূহ.....২৭

অষ্টম অধ্যায়

বিবিধ

৮২। আইনের প্রয়োগ হইতে অব্যাহতি প্রদান করিবার ক্ষমতা.....২৮
৮৩। অভ্যন্তরীণ নৌবন্দরে নৌযানের পাইলট হিসাবে দায়িত্ব পালন..... .....২৮
৮৪। অভ্যন্তরীণ নৌযানের জরিপকারক ও নিবন্ধক সরকারি কমর্কতা হিসেবে গণ্য হইবেন.....২৮
৮৫। আইনের বিধান পালন নিশ্চিতকরণে পরিদর্শন ও আটক সংক্রান্ত বিধান..... ২৮
৮৬। ঝুঁকিপূর্ণ চলাচলরত অভ্যন্তরীণ নৌযানকে অস্থায়ীভাবে আটক, ইত্যাদি.....২৯
৮৭। নিবন্ধন সনদ অথবা জরিপ সনদ অথবা জরীপকারকের সাময়িক চলাচল অনুমতিপত্র ব্যতীত চলাচলকারী নৌযানকে আটকের ক্ষমতা.....২৯
৮৮। আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহ অথবা অন্যান্য কর্তৃপক্ষগণের নিকট হইতে সহায়তা গ্রহণ..... ২৯
৮৯। ক্ষমতা অর্পণ..... ৩০
৯০। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা.....৩০
৯১। রহিতকরণ ও হেফাজত.....৩০
৯২। ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ.....৩০

অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন আইন, ২০২৩

Inland Shipping Ordinance, 1976 রহিতকরণপূর্বক সময়োপযোগী করিয়া উহা নতুনভাবে প্রণয়নের উদ্দেশ্যে প্রস্তুতকৃত খসড়া আইন

প্রস্তাবনা:

যেহেতু সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১৪ নং আইন) দ্বারা ১৯৭৫ সনের ১৫ আগস্ট হইতে ১৯৭৯ সনের ৯ এপ্রিল পর্যন্ত সামরিক ফরমান দ্বারা জারিকৃত অধ্যাদেশসমূহের অনুমোদন ও সমর্থন সংক্রান্ত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের চতুর্থ তফসিলের ৩ক ও ১৮ অনুচ্ছেদ বিলুপ্ত হইয়াছে এবং সিভিল পিটিশন ফর লিভ টু আপিল নং ১০৪৪-১০৪৫/২০০৯ এ সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত রায়ে সামরিক আইনকে অসাংবিধানিক ঘোষণাপূর্বক উহার বৈধতা প্রদানকারী সংবিধান (পঞ্চম সংশোধন) আইন, ১৯৭৯ (১৯৭৯ সনের ১ নং আইন) বাতিল ঘোষিত হওয়ায় উক্ত অধ্যাদেশসমূহের কার্যকারিতা লোপ পাইয়াছে; এবং

যেহেতু ২০১৩ সনের ৬নং আইন দ্বারা উক্ত অধ্যাদেশসমূহের মধ্যে কতিপয় অধ্যাদেশ কার্যকর রাখা হইয়াছে; এবং

যেহেতু উক্ত অধ্যাদেশসমূহের আবশ্যকতা ও প্রাসঙ্গিকতা পর্যালোচনা করিয়া আবশ্যক বিবেচিত অধ্যাদেশসমূহ সকল অংশীজন ও সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয় ও বিভাগের মতামত গ্রহণ করিয়া প্রয়োজনীয় সংশোধন ও পরিমার্জনক্রমে বাংলায় নূতন আইন প্রণয়ন করিবার জন্য সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে; এবং

যেহেতু সরকারের উপরি-বর্ণিত সিদ্ধান্তের আলোকে, Inland Shipping Ordinance, 1976 (Ordinance No. LXXII of 1976) রহিতক্রমে সময়োপযোগী করিয়া নূতন আইন প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল-

প্রথম অধ্যায়

সূচনা

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রয়োগ—(১) এই আইন অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন আইন, ২০২৩ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। সংজ্ঞার্থ—বিষয় অথবা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই আইনে—

(১) 'অভ্যন্তরীণ নৌযান' অর্থ—

(ক) অভ্যন্তরীণ নৌপথে সচরাচর চলাচলকারী সকল প্রকার নৌযান যাহা সম্পূর্ণ অথবা আংশিকভাবে জ্বালানি, বিদ্যুৎ, গ্যাস অথবা অন্য কোনো যান্ত্রিক শক্তি দ্বারা চালিত হয়;

(খ) পালচালিত নৌযান, ডাম্ববার্জ অথবা অন্যান্য যে-কোনো নৌযান যাহা যন্ত্রচালিত নহে; তবে অন্য কোনো যন্ত্রচালিত নৌযান দ্বারা টানিয়া বা ঠেলিয়া চালিত হয়।

(২) 'অভ্যন্তরীণ নৌপথ' অর্থ বাংলাদেশের যে-কোনো নদী, খাল, হ্রদ অথবা নৌচলাচল উপযোগী অন্যান্য নৌপথ এবং জোয়ার-ভাটা বিশিষ্ট নৌপথের এইরূপ অংশ, যাহা সরকার, সময়ে সময়ে সরকারি প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, অভ্যন্তরীণ নৌপথ হিসেবে ঘোষণা করিবে;

(৩) 'কর্তৃপক্ষ' অর্থ মহাপরিচালক অথবা সরকার কর্তৃক এই আইনের অধীন এক বা একাধিক দায়িত্ব সম্পাদন বা ক্ষমতা প্রয়োগের উদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ; কর্মকর্তা উহার অন্তর্ভুক্ত হইবেন;

(৪) 'জরিপ সনদ' অর্থ ধারা ১২-এর অধীন প্রদত্ত জরিপ সনদ;

(৫) 'জরিপ' অর্থ এই আইনের অধীন সম্পাদিত অভ্যন্তরীণ নৌযানের জরিপ;

(৬) 'জরিপকারক' অর্থ এই আইনের অধীন নিযুক্ত জরিপকারক;

(৭) 'নিবন্ধন সনদ' অর্থ ধারা ২১-এর অধীন প্রদত্ত নিবন্ধন সনদ;

(৮) 'নিবন্ধক' অর্থ এই আইনের অধীন নিযুক্ত নিবন্ধক;

(৯)'বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য' অর্থ কোন অভ্যন্তরীণ নৌযান ভাড়া, পারিশ্রমিক, পারিতোষিক অথবা অন্য কোনো মূল্যবান প্রতিদানের বিনিময়ে যাত্রী অথবা মালামাল পরিবহন করা অথবা ব্যবহৃত হওয়া;

(১০)'বিপজ্জনক মালামাল' অর্থ এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার কর্তৃক সরকারি প্রজ্ঞাপন দ্বারা বিপজ্জনক মালামাল হিসেবে ঘোষিত মালামাল;

(১১) 'ভয়েজ' অর্থ অভ্যন্তরীণ নৌপথে অথবা গন্তব্যের উদ্দেশ্যে চলাচলকে বুঝাইবে;

(১২) 'মহাপরিচালক' অর্থ নৌপরিবহন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক;

(১৩) 'মালিক' অর্থ-

(ক) নিবন্ধিত অভ্যন্তরীণ নৌযানের ক্ষেত্রে, যে ব্যক্তির নাম সাময়িক মালিক হিসাবে এই অধ্যাদেশের আওতায় সংরক্ষিত কোন নিবন্ধন বহিতে প্রদর্শন করা হইয়াছে।

(খ) অন্যান্য অভ্যন্তরীণ নৌযানের ক্ষেত্রে, নৌযানের মালিক অথবা উহার অংশীদার।

(১৪) 'যোগ্যতা সনদ' অর্থ এই আইনের ধারা ৩৭-এর অধীন প্রদত্ত যোগ্যতার সনদ এবং সহায়ক সনদসমূহ;

(১৫) 'যাত্রী' অর্থ কোনো ব্যক্তি যাহাকে অভ্যন্তরীণ নৌযানে বহন করা হয়, কিন্তু তিনি নৌযানের মাস্টার, কর্মকর্তা অথবা নাবিক নহেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

নৌযান নিবন্ধন এবং জরিপ ইত্যাদি

৩। **অভ্যন্তরীণ নৌযানসমূহের জরিপ এবং নিবন্ধন**—(১) প্রতিরক্ষা বাহিনীর মালিকানাধীন অভ্যন্তরীণ নৌযান ব্যতীত অন্য সকল অভ্যন্তরীণ নৌযান যাহা অভ্যন্তরীণ নৌ-পথে চলাচল করে অথবা চলাচল করিতে ইচ্ছুক অথবা ব্যবহৃত হয় অথবা কোনো কার্যে ব্যবহার করিতে ইচ্ছুক, এইরূপ সকল নৌযানকে এই আইনের অধীনে জরিপ এবং নিবন্ধন করিতে হইবে;

(২) এই আইনের অধীনে কোন অভ্যন্তরীণ নৌযান জরিপ এবং নিবন্ধন করা হইবে না যদি না (৬) ধারা বলে উক্ত নৌযানের নকশা এবং পরিকল্পনা অনুমোদিত হয়, ধারা (৭) এর উপধারা (৩) অনুযায়ী সার্টিফিকেট অব কমপ্লায়েন্স প্রাপ্ত হয় এবং ইহার মালিক—

(ক) বাংলাদেশের নাগরিক হইতে হইবে; অথবা

(খ) বাংলাদেশে নিবন্ধিত কোনো কোম্পানি হইতে হইবে; অথবা

(গ) কোন কোম্পানি, যাহা বাংলাদেশে নিবন্ধনকৃত নয়, কিন্তু উহার এজেন্ট বা শাখা বাংলাদেশে আছে, যাহার যৌথভাবে উক্ত কোম্পানির পক্ষে বাংলাদেশে স্বাধীনভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করার মতো পর্যাপ্ত সক্ষমতা রহিয়াছে।

(৩) নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রসমূহে উপধারা (১)-এর বিধান প্রযোজ্য হইবে না—

(ক) যদি কোন অভ্যন্তরীণ নৌযান নিবন্ধনের উদ্দেশ্যে প্রথম যাত্রায় কোন যাত্রী বা মালামাল বহন না করিয়া নিবন্ধন করিবার স্থানে যায় অথবা জরিপ সনদ এর মেয়াদ শেষ হওয়ার দিন হইতে পুনরায় উহা নবায়ন করিবার নিমিত্ত নিকটস্থ জরিপ করিবার স্থানে গমনরত অবস্থায় থাকে; অথবা

(খ) কোনো সমুদ্রগামী নৌযান যাহার বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ জলসীমায় চলাচলের অধিকার অথবা অনুমতি রহিয়াছে; অথবা

(গ) কাঠের তৈরি দেশীয় নৌযান, যাহা শ্যালো ইঞ্জিনসহ, সর্বোচ্চ ১৬ অশ্ব ক্ষমতাসম্পন্ন ইঞ্জিন দ্বারা চালিত হয়।

৪। **জরিপ ও নিবন্ধনের স্থান, জরিপকারক ও নিবন্ধক নিয়োগ ইত্যাদি**—(১) সরকার, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকারি প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বাংলাদেশের যে স্থানকে উপযুক্ত বিবেচনা করিবে সেই স্থানকে জরিপ ও নিবন্ধন করিবার স্থান হিসেবে ঘোষণা করিতে পারিবে;

(২) সরকার জরিপ ও নিবন্ধন কার্য সম্পাদনের লক্ষ্যে—

ক) প্রত্যেক জরিপ করিবার স্থানের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক জরিপকারক; এবং

খ) প্রত্যেক নিবন্ধন স্থানের জন্য একজন নিবন্ধক নিয়োগ করিবে; এবং

গ) নদীর তীরে উপযুক্ত স্থানে বা নৌবন্দরে নৌযান ভিড়ানোর ব্যবস্থা ও জরিপ সরঞ্জাম এবং পরীক্ষা নিরীক্ষার সুবিধাসহ প্রয়োজনীয় সংখ্যক 'জরিপ-নিবন্ধন স্টেশন' স্থাপন করিতে পারিবে।

৫। **জরিপকারক ও নিবন্ধকগণের ক্ষমতা**—(১) জরিপ অথবা নিবন্ধন করিবার উদ্দেশ্যে কোনো জরিপকারক অথবা নিবন্ধক যে-কোনো যুক্তিসংগত সময়ে যে-কোনো অভ্যন্তরীণ নৌযানে আরোহণ করিতে পারিবেন এবং ইহার কাঠামো, বয়লার, ইঞ্জিনসমূহের যে-কোনো অংশ, অন্যান্য যন্ত্রপাতিসহ নৌযানের সকল সরঞ্জাম ও নির্ধারিত নাবিক সংখ্যা পরিদর্শন করিতে পারিবেন;

তবে শর্ত থাকে যে, জরিপকারক অথবা নিবন্ধক কোনো নৌযানে মালামাল উঠানো অথবা নামানোর কার্যে বাধার সৃষ্টি করিতে পারিবেন না অথবা জরিপ বা পরিদর্শনের জন্য প্রয়োজনীয় সময় ব্যতীত কোনো নৌযান চলাচলে বিলম্ব অথবা স্থগিত করিতে পারিবেন না।

(২) অভ্যন্তরীণ নৌযানের মালিক, মাস্টার ও নাবিকগণ জরিপকারক ও নিবন্ধককে নৌযান জরিপ ও নিবন্ধনের ক্ষেত্রে সকল ধরণের সহযোগিতা প্রদান করিবেন এবং নৌযান, উহার যন্ত্রপাতি অথবা উহার কোনো অংশ ও নৌযানের সরঞ্জামাদি সম্পর্কে চাহিদা-অনুযায়ী জরিপকারক ও নিবন্ধককে সকল তথ্য প্রদান করিবেন।

৬। **অভ্যন্তরীণ নৌযানের নকশা এবং নির্মাণ পরিকল্পনা অনুমোদন**—(১) অভ্যন্তরীণ নৌযানের নকশা এবং নির্মাণ পরিকল্পনা অনুমোদনের জন্য মালিককে এতদার্থে সরকার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষের নিকট নৌযানের নকশা এবং নির্মাণ পরিকল্পনাসহ নির্ধারিত ফর্মে আবেদন করিতে হইবে।

(২) সরকার নৌযানের নকশা এবং নির্মাণ পরিকল্পনা অনুমোদনের জন্য আবেদন ফি নির্ধারণ করিতে পারিবে;

(৩) উপধারা (১)-এর অধীন আবেদন প্রাপ্তির পর কর্তৃপক্ষ—

(ক) পরীক্ষান্তে নকশা এবং নির্মাণ পরিকল্পনা সংশ্লিষ্ট বিধিতে উল্লিখিত নির্ধারিত নির্দেশনা অথবা মানের সহিত সংগতিপূর্ণ হইলে আবেদন প্রাপ্তির ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) কার্যদিবসের মধ্যে নির্ধারিত ফর্মে অনুমোদন প্রদান করিবে; অথবা

(খ) যদি পরিলক্ষিত হয়, নকশা এবং নির্মাণ পরিকল্পনা সংশ্লিষ্ট বিধিতে উল্লিখিত নির্ধারিত নির্দেশনা অথবা নিরাপদ চলাচলের জন্য কারিগরি মানের সহিত সংগতিপূর্ণ নহে, তাহা হইলে যে কারণে সংগতিপূর্ণ নহে উহা বিস্তারিত উল্লেখপূর্বক মালিককে আবেদনপত্র ফেরত প্রদান করিবে;

তবে শর্ত থাকে, এইরূপে ফেরতকৃত আবেদন সংশ্লিষ্ট বিধিতে উল্লিখিত নির্ধারিত নির্দেশনা ও কারিগরি মান-অনুযায়ী পরিবর্তন ও সংশোধনের পর নকশা এবং নির্মাণ পরিকল্পনা পুনরায় অনুমোদনের জন্য মালিক কর্তৃক

নতুনরূপে আবেদন পেশ করিবার ক্ষেত্রে কোনো বাধা থাকিবে না এবং এইরূপ আবেদন প্রাপ্তির ১৫ (পনেরো) কার্যদিবসের মধ্যে আবেদন নিষ্পত্তির লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করিতে হইবে।

(৪) সরকার বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ নৌচলাচলে নিরাপদ কার্গো ও যাত্রীসেবা নিশ্চিতকরণ, নির্দিষ্ট নৌ-রুটে কার্গো, যাত্রী, কার্গো ও তৈল পরিবহনের চাহিদা, নৌবাণিজ্যের সুষম ও টেকসই সম্প্রসারণ, নদীর নাব্যতা, নৌচলাচল নিরাপত্তা, নৌ পরিবেশ সংরক্ষণ, অভ্যন্তরীণ নৌচলাচল ব্যবস্থাকে আধুনিকীকরণ এবং সার্বিক নৌ নিরাপত্তার স্বার্থে নৌযানের ধরন, ধারণ ক্ষমতা, রুট ও ফেজআউট শিডিউল অনুযায়ী নির্মিতব্য নতুন নৌযানের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করিবে এবং তদানুযায়ী আবেদনকৃত প্রতিটি নৌযানের নকশা ও নির্মাণ পরিকল্পনার অনুমোদন স্থগিত বা বন্ধ রাখিতে পারিবে।

(৫) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত নহে এইরূপ কোনো ডকইয়ার্ড অথবা শিপইয়ার্ড অথবা শিপবিল্ডার্স বা স্লিপওয়ে বা ওয়ার্কশপ অথবা কোনো ব্যক্তি, সংস্থা অথবা প্যানেল সুপারভাইজার নৌযান নির্মাণ অথবা তদারকি করিতে পারিবে না।

(৬) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত নকশা ব্যতীত অথবা নকশা অনুসরণ না করিয়া কোনো ব্যক্তি, সংস্থা অথবা প্যানেল সুপারভাইজার কোনো নৌযান নির্মাণ অথবা তদারকি করিতে পারিবে না।

(৭) অভ্যন্তরীণ নৌপথে পরিচালনার নিমিত্ত বিদেশ হইতে আমদানিকৃত কোনো নৌযান আমদানির পূর্বে উহার স্পেসিফিকেশন ও ধরনেরর বিষয়ে কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে অনাপত্তি সনদ গ্রহণ করিতে হইবে।

(৮) উপধারা (৫) বা উপধারা (৬) এর বিধান লঙ্ঘন করিলে উহা হইবে একটি অপরাধ এবং তৎজন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ সর্বোচ্চ দন্ড হিসেবে অনূর্ধ্ব ২ (দুই) বছর কারাদন্ড বা ২ (দুই) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডণীয় হইবেন।

৭। **নির্মাণ জরিপ ইত্যাদি**—(১) অভ্যন্তরীণ নৌযান নির্মাণ অথবা কাঠামোগত পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ধারা ৬-এর বিধান-অনুযায়ী নকশা অনুমোদন গ্রহণপূর্বক মালিক নির্ধারিত ফর্মে নৌযানটি কখন এবং কোথায় নির্মাণ অথবা রূপান্তর করা হইবে তদসম্পর্কে এতদার্থে সরকার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিবেন;

(২) নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ উপধারা (১)-এ উল্লিখিত তথ্যাদি প্রাপ্তির পর, অভ্যন্তরীণ নৌযানের নির্মাণ অথবা পুনঃনির্মাণ কার্যক্রম চলাকালীন নির্মাণ জরিপ, তদারকি শেষে ইনক্লাইনিং পরীক্ষার মাধ্যমে স্থিতিশীলতা নির্ণয় করিবেন;

(৩) অভ্যন্তরীণ নৌযান নির্মাণ অথবা কাঠামোগত পরিবর্তন সন্তোষজনক সমাপ্তির পর, যদি ইহা পরিলক্ষিত হয় যে, অভ্যন্তরীণ নৌযানের নির্মাণ অথবা কাঠামোগত পরিবর্তন সংশ্লিষ্ট বিধিতে উল্লিখিত নির্ধারিত নির্দেশনা অথবা কারিগরি মান-অনুযায়ী হইয়াছে, তাহা হইলে এইরূপ নির্মাণ অথবা পুনঃনির্মাণ সম্পর্কে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ফর্মে উপধারা (২) অনুযায়ী ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি নির্মাণ সম্পন্নের প্রতিপালন সনদ প্রদান করিবেন;

(৪) সরকার নৌযান নির্মাণ জরিপ, তদারকি, স্থিতিশীলতা নির্ণয়, ইনক্লাইনিং পরীক্ষা এবং এতদসংশ্লিষ্ট অন্যান্য উপযুক্ততা পরীক্ষার জন্য ফি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

৮। **ক্লাসিফিকেশন সোসাইটিকে দায়িত্ব অর্পণ ইত্যাদি**—(১) সরকার ধারা ৬ ও ৭ এ উল্লিখিত কার্যাবলি এবং এই আইনের আওতায় অভ্যন্তরীণ নৌযানসমূহকে জরিপ করার উদ্দেশ্যে জরিপকারকের কার্যাবলি এতদুদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত ক্লাসিফিকেশন সোসাইটিকে অর্পণ করিতে পারিবে;

(২) ক্লাসিফিকেশন সোসাইটি উল্লিখিত অর্পণকৃত কার্যাবলির জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট দায়ী থাকিবে এবং জবাবদিহি করিবে;

(৩) সরকার ক্লাসিফিকেশন সোসাইটির গঠন, কার্যাবলী, দায়িত্বাবলী ও যোগ্যতা এবং প্রয়োজনীয় অন্যান্য শর্তাদি নির্ধারণ করিতে পারিবে;

(৪) সরকার উপধারা (১) অনুযায়ী অর্পণকৃত কার্যাবলী সাধনের জন্য ফি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

ব্যাখ্যা- এই আইনের এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে ক্লাসিফিকেশন সোসাইটি বলিতে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কোন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানকে বুঝাইবে।

৯। **জাহাজ চিহ্নিতকরণ**—(১) এই আইনের ধারা ২০ অনুযায়ী নিবন্ধনের জন্য আবেদনকৃত প্রতিটি অভ্যন্তরীণ নৌযানকে ধারা ২১ অনুযায়ী নিবন্ধন সনদ মঞ্জুরের পূর্বে নির্ধারিত পদ্ধতিতে স্থায়ী ও দৃষ্টি আকর্ষক এবং নিবন্ধকের সন্তুষ্টি সাপেক্ষে চিহ্নিত হইবে।

(২) নিবন্ধকের লিখিত পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে উপধারা (১)-এর বিধান অনুযায়ী প্রদত্ত কোনো চিহ্ন পরিবর্তন অথবা অন্য কোনোরূপ সংশোধন করা যাইবে না।

(৩) যদি কোন মালিক অথবা মাস্টার মার্কিং করিতে গাফিলতি করেন অথবা মার্কিং না করেন অথবা গোপন, বিলুপ্ত, পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করেন তবে কর্তৃপক্ষ ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা আরোপ করিতে পারিবে এবং যদি জরিপকারক প্রতিবেদন দেন যে, অভ্যন্তরীণ নৌযানটি অপর্যাপ্ত অথবা অযথার্থ মার্কিং অবস্থায় আছে, যতক্ষণ পর্যন্ত এই অপর্যাপ্ততা অথবা অযথার্থতা ত্রুটিমুক্ত না হইবে ততক্ষণ পর্যন্ত নৌযানটি আটক থাকিবে।

১০। জরিপ ফি, ইত্যাদি—অভ্যন্তরীণ নৌযান জরিপ করিবার লক্ষ্যে নৌযানের মালিক জরিপকারকের নিকট নির্ধারিত ফর্মে আবেদন করিবেন এবং সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হারে ও পদ্ধতিতে জরিপ ও জরিপকারকের যাতায়াতের উদ্দেশ্যে ফি প্রদান করিবেন।

১১। জরিপকারকের ঘোষণা -(১) জরিপকারক কোন অভ্যন্তরীণ নৌযানের জরিপ কাজ সম্পন্ন হওয়ার সাত দিনের মধ্যে নির্ধারিত ফরমে ঘোষণাপত্র তৈরি করিয়া নৌযানের মালিক বা মাস্টারকে উহার এক কপি প্রেরণ করিবেন যদি তিনি সন্তুষ্ট হন যে-

(ক) নৌযানের কাঠামো, বয়লারসমূহ, ইঞ্জিন এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতি নির্দিষ্ট যাত্রা বা কাজের জন্য যথাযথ অবস্থায় আছে;

(খ) নৌযানের সরঞ্জাম এবং মাস্টার, ইঞ্জিনিয়ার বা ড্রাইভারের যোগ্যতার সার্টিফিকেটসমূহ এই আইনের চাহিদা মোতাবেক যথেষ্ট;

(গ) নৌযানের গায়ে নির্ধারিত নিয়মে “ফ্রি বোর্ড মার্ক" করা আছে; এবং

(ঘ) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময়ে সময়ে জারিকৃত অন্যান্য নির্দেশনা প্রতিপালন করা হইয়াছে।

(২) (১) নং উপধারায় যে ঘোষণাপত্রের উল্লেখ আছে তাহাতে থাকিবে—

(ক) উক্ত উপধারার (ক) ও (খ) দফায় বর্ণিত বিষয়সমূহের বিস্তারিত বিবরণ;

(খ) সময়সীমা যদি এক বৎসরের কম হয়, তবে যে সময় পর্যন্ত উক্ত নৌযানের কাঠামো, বয়লারসমূহ, ইঞ্জিনসমূহ এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম কার্যোপযোগী থাকিবে তাহা;

(গ) সময়সীমা, যদি থাকে, তাহা অতিক্রান্ত হইলে নৌযানের কাঠামো, বয়লারসমূহ, ইঞ্জিনসমূহ এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম জরিপকারকের বিচারে চলার উপযোগী না থাকে;

(ঘ) যাত্রীসংখ্যা যাহাই হউক, যাহা নৌযানটি বহন করিতে সক্ষম এবং নৌযানের কেবিনে, ডেকে এবং ডেক ও কেবিনের কোন অংশে তাহাদের কতজনের স্থান সংকুলান হইবে তাহা প্রয়োজনানুসারে বছরের সময় কাল (ঋতু), নৌ-যাত্রার প্রকৃতি, বহনকৃত মালামালের পরিমাণ ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক পরিস্থিতি বিবেচনান্তে নির্ধারিত নিয়মে নিরূপণের দরকার হইবে; এবং

(ঙ) গ্রসটনেজ এবং এইরূপ অন্যান্য বিস্তারিত বিবরণ (যদি থাকে) যেরূপে নির্ধারিত হয়।

(৩) (১) উপধারা অনুযায়ী ঘোষণাপত্রের একটি কপি যুগপৎ পাঠাইতে হইবে-

(ক) যদি সার্ভে সার্টিফিকেট মঞ্জুর করিবার জন্য হয়, তবে এমন কর্মকর্তার নিকট, যাহাকে সরকার এতদুদ্দেশ্যে নিয়োগ করিয়াছে; এবং

(খ) যদি নিবন্ধন সনদ মঞ্জুর করিবার জন্য হয় তবে নিবন্ধক-এর নিকট।

(৪) জরিপ সম্পন্ন হইবার পর জাহাজের কাঠামো, ইঞ্জিন, ইকুইপমেন্ট ও সরঞ্জাম যাহা জরিপ করা হইয়াছে তাহাতে কোনো প্রকার পরিবর্তন করা যাইবে না এবং কোনো ত্রুটি ধরা পড়িলে মালিক কর্তৃক তৎক্ষণাৎ তাহা জরিপকারককে লিখিতভাবে অবহিত করিতে হইবে।

(৫) উপধারা (৪) এর বিধান লঙ্ঘন করিলে উহা হইবে একটি অপরাধ এবং তৎজন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ সর্বোচ্চ দণ্ড হিসেবে অনূর্ধ্ব ২ (দুই) বছর কারাদণ্ড বা ২ (দুই) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডণীয় হইবেন।

১২। জরিপ সনদ প্রদান সংক্রান্ত বিধান—(১) যে অফিসারের নিকট ধারা ১১-এর উপধারা (১) অনুযায়ী যখন কোনো ঘোষণাপত্র প্রেরণ করা হয়, এবং তিনি যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, উক্ত নৌযানটি এই আইনের বিধান প্রতিপালন করিয়াছে, তাহা হইলে তিনি উক্ত ঘোষণাপত্র প্রাপ্তির ১৫ (পনেরো) কার্যদিবসের মধ্যেই ২ (দুই) কপি জরিপ সনদ প্রস্তুতপূর্বক উহা রেজিস্টার্ড ডাকযোগে সরাসরি মালিক অথবা মাস্টারের নিকট প্রেরণ করিবেন অথবা **সনদের ইলেকট্রনিক কপি অনলাইনে জারী করিবেন;**

(২) জরিপ সনদে এই মর্মে উল্লেখ থাকিবে, এই আইনের অধীনে অভ্যন্তরীণ নৌযান জরিপ এবং জরিপ ঘোষণা সম্পর্কিত সকল নিয়ম-কানুন যথাযথরূপে পালিত হইয়াছে এবং এতদ্ব্যতীত নিম্নোক্ত বিবরণাদিও উল্লেখ থাকিবে, যথা—

(ক) ধারা ১১-এর উপধারা (২)-এর দফা (ক), (খ), (গ), (ঘ) (ঙ)-এর বিধান অনুযায়ী নৌযানের জরিপ-সংক্রান্ত বিস্তারিত বিবরণ; এবং

(খ) বিধি দ্বারা নির্ধারিত অন্যান্য বিবরণ।

(৩) ধারা ১১-এর বিধান-অনুযায়ী যিনি জরিপের ঘোষণাপত্র তৈরি করিয়াছেন, তিনি জরিপ সনদ মঞ্জুর করিবেন না;

তবে যে জরিপকারক জরিপ কার্য সম্পন্ন করিবেন তিনি, জরিপ সনদ ইস্যু না হওয়া পর্যন্ত উক্ত অভ্যন্তরীণ নৌযানকে সর্বোচ্চ ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিনের জন্য সাময়িক চলাচলের অনুমতি প্রদান করিতে পারিবেন।

(৪) যে-কোনো জরিপ সনদ সরকার বা সরকার কর্তৃক নিযুক্ত কোন ব্যক্তি কর্তৃক লিখিত আদেশ দ্বারা বাতিল অথবা স্থগিত করা যাইবে যদি সরকার কর্তৃক নিযুক্ত ব্যক্তি এতদুদ্দেশ্যে পরিদর্শনপূর্বক দেখিতে পান—

(ক) উক্ত সনদ কোনো প্রকার প্রতারণা অথবা জালিয়াতিমূলকভাবে পরিবর্তন করা হইয়াছে; অথবা

(খ) উক্ত সনদ মিথ্যা অথবা ভুল তথ্যের ভিত্তিতে মঞ্জুর করা হইয়াছে; অথবা

(গ) যে অভ্যন্তরীণ নৌযানকে জরিপ সনদ প্রদান করা হইয়াছে, উহা এই আইনের সনদ মঞ্জুর সংক্রান্ত বিধি বিধান মানিয়া চলিতেছে না।

১৩। জরিপ সনদ নৌযানের দৃষ্টি আকর্ষণকারী স্থানে প্রদর্শন করিতে হইবে – (১) প্রত্যেক অভ্যন্তরীণ নৌযানের মালিক অথবা মাস্টার, নৌযানের জরিপ সনদ মঞ্জুর হওয়া মাত্রই উহার একটি অনুলিপি সনদের মেয়াদের শেষদিন পর্যন্ত নৌযানের দৃষ্টি আকর্ষণকারী স্থানে এইরূপে ঝুলাইয়া রাখিবেন, যাহাতে উহা সহজেই নৌযানের সকল আরোহী দেখিতে ও পড়িতে পারে।

(২) উপধারা (১) লঙ্ঘন করিলে উহা হইবে একটি অপরাধ এবং তৎজন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ অনূর্ধ্ব ৩ (তিন) মাস কারাদণ্ড বা অনূর্ধ্ব ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থ দণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডণীয় হইবেন।

১৪। জরিপ সনদের মেয়াদ—(১) কোনো অভ্যন্তরীণ নৌযানের জরিপ সনদ বলবৎ থাকিবে—

(ক) ডাম্ববার্জ এবং অন্যান্য নৌযান, যাহা নিজে চলিতে পারে না কিন্তু অন্য শক্তি চালিত নৌযান দ্বারা টানিয়া অথবা ঠেলিয়া নেওয়া হয়, এইরূপ নৌযানের ক্ষেত্রে, সনদ ইস্যুর তারিখ হইতে ৪ (চার) বৎসর পর্যন্ত এবং অন্যান্য অভ্যন্তরীণ নৌযানের ক্ষেত্রে সনদ ইস্যুর তারিখ হইতে ১ (এক) বৎসর পর্যন্ত; অথবা

(খ) সনদে উল্লিখিত নৌযানের হাল, বয়লার, ইঞ্জিন অথবা অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রপাতি, অথবা অন্য কোনো সরঞ্জামাদির কার্যোপযোগিতার মেয়াদ ০১ (এক) বছরের নিম্নে হইলে কার্যোপযোগিতার মেয়াদপূর্তির পূর্ব পর্যন্ত;

(গ) ১২ নং ধারার (৪) নং উপধারা অনুযায়ী উহা স্থগিত বা রহিত করা পর্যন্ত।

(২) অভ্যন্তরীণ নৌযানের মালিক অথবা মাস্টার উপধারা (১)-এর দফা (ক) অনুযায়ী তাঁহার নৌযানের জরিপ সনদের মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে উহা সম্পর্কে জরিপকারককে অবহিত করিবেন এবং পুনঃজরিপের জন্য লিখিত আবেদন করিবেন;

(৩) কর্তৃপক্ষ কোনো অভ্যন্তরীণ নৌযানের মালিক বা মাস্টার, উপধারা (২)-এর বিধান প্রতিপালনে ব্যর্থ হইলে ধারা ১০-এর বিধান অনুযায়ী প্রদেয় জরিপ ফিসহ যতদিবস পর্যন্ত উক্ত বিধান প্রতিপালনে ব্যর্থ হইবেন ততদিবস পর্যন্ত **প্রত্যেক দিবসের জন্য ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা হারে জরিমানা** আরোপ করিতে পারিবে।

১৫। জরিপ সনদ নবায়ন—কোনো অভ্যন্তরীণ নৌযানের জরিপ সনদ কোন কারণে স্থগিত করা হইলে তাহা পুনর্বহাল বা নবায়ন করার পূর্বে আবশ্যিকভাবে জরিপ করিতে হইবে।

১৬। মেয়াদ উত্তীর্ণ ও বাতিলকৃত সনদ জমা প্রদান—(১) কোনো অভ্যন্তরীণ নৌযানের জরিপ সনদের মেয়াদ-উত্তীর্ণ হইলে অথবা সনদ বাতিল অথবা স্থগিত করা হইলে অথবা অন্য কোনোরূপে ব্যবহারের অনুপযুক্ত হইলে, উক্ত নৌযানের মালিক অথবা মাস্টার উক্ত জরিপ সনদ কর্তৃপক্ষ নির্দেশিত ব্যক্তির নিকট জমা প্রদান করিবেন।

(২) উপধারা (১) লঙ্ঘন করিলে উহা হইবে একটি অপরাধ এবং তৎজন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ, অনূর্ধ্ব ১ (এক) বছর কারাদণ্ড বা অনূর্ধ্ব ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থ দণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডণীয় হইবেন।

১৭। একাধিক জরিপকারক কর্তৃক নৌযান জরিপ করানোর ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা—কোনো অভ্যন্তরীণ নৌযানের জরিপকার্য সাধারণত একজন জরিপকারক কর্তৃক সম্পন্ন হইবে, তবে কর্তৃপক্ষ, লিখিত আদেশ দ্বারা, কোনো নির্দিষ্ট অভ্যন্তরীণ নৌযান অথবা কোনো নির্দিষ্ট শ্রেণির নৌযান, কোনো নির্দিষ্ট স্থানে জরিপের জন্য, একাধিক জরিপকারক নিযুক্ত করিতে পারিবে।

১৮। কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দ্বিতীয় জরিপের আদেশ প্রদানের ক্ষমতা—(১) যদি কোনো জরিপকারক কোনো অভ্যন্তরীণ নৌযান জরিপের পর ধারা ১১-এর বিধান-অনুযায়ী জরিপ ঘোষণাপত্র প্রদানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন অথবা এইরূপ কোনো জরিপ ঘোষণাপত্র প্রদান করেন যাহার ফলে উক্ত নৌযানের মালিক অথবা মাস্টার সংক্ষুব্ধ হন, তাহা হইলে ধারা ১১-অনুযায়ী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত নৌযানের মালিক অথবা মাস্টারের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ববর্তী জরিপ ফি-এর দ্বিগুণ ফি গ্রহণপূর্বক দ্বিতীয়বার জরিপের আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন এবং একাধিক জরিপকারককে উক্ত নৌযানটি জরিপ করিবার জন্য নিয়োগ প্রদান করিতে পারিবেন।

(২) উপধারা (১)-এর অধীন নির্দেশিত জরিপকারকগণ যত দ্রুত সম্ভব সংশ্লিষ্ট নৌযানটি জরিপ করিবেন এবং জরিপের পর তৎকর্তৃক যথোপযুক্ত বিবেচনায় জরিপ ঘোষণাপত্র প্রদান করিতে পারিবেন অথবা জরিপ ঘোষণাপত্র প্রদানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিতে পারিবেন; এবং উক্ত সিদ্ধান্ত অথবা জরিপ ঘোষণাপত্র অথবা অস্বীকৃতি চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

১৯। **একাধিক জরিপকারক নিযুক্ত হইলে তাহাদের দায়িত্ব বিভাজন**—ধারা ১৭ অনুযায়ী একাধিক জরিপকারক কর্তৃক কোনো নৌযান জরিপের ক্ষেত্রে প্রত্যেক জরিপকারক এই আইন অথবা এই আইন বলে প্রণীত বিধি মোতাবেক নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করিবেন।

২০। **নিবন্ধনের জন্য আবেদন**—(১) অভ্যন্তরীণ নৌযান নিবন্ধনের জন্য উহার মালিককে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে এবং তৎকর্তৃক নির্ধারিত কাগজপত্র এবং শর্ত মোতাবেক আবেদন করিতে হইবে।

২১। **নিবন্ধন সনদ মঞ্জুর**— (১) নিবন্ধক কোনো অভ্যন্তরীণ নৌযান নিবন্ধনের পূর্বে দাখিলকৃত তথ্য ও দলিলাদি যাচাই ও অনুসন্ধান করিবার পর যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, উহা আইন ও বিধির সকল বিধান প্রতিপালন করিয়াছে, তাহা হইলে তিনি আবেদনকারীর নৌযান নিবন্ধনপূর্বক নিবন্ধন সনদ প্রদান করিবেন, যাহাতে নির্ধারিত তথ্যাদি সন্নিবেশিত থাকিবে;

(২) কোনো অভ্যন্তরীণ নৌযান যান্ত্রিক ও গঠন কাঠামোগত দিক হইতে ত্রুটিপূর্ণ হইলে অথবা আবেদনকারী উক্ত নৌযানের মালিকানা দাবির স্বপক্ষে ও আবেদনে উল্লিখিত তথ্যের সমর্থনে সন্তোষজনক প্রমাণাদি উপস্থাপন করিতে ব্যর্থ হইলে নিবন্ধক উক্ত অভ্যন্তরীণ নৌযানকে নিবন্ধন করিতে অস্বীকার করিতে পারিবেন;

তবে শর্ত থাকে যে, নিবন্ধক কোনো অভ্যন্তরীণ নৌযান নিবন্ধন করিতে অস্বীকার করিলে আবেদনকারীকে উক্তরূপ অস্বীকৃতির কারণ লিখিতভাবে জানাইবেন।

২২। **নিবন্ধন নম্বর প্রদর্শন**—(১) ধারা ২১ অনুযায়ী কোনো অভ্যন্তরীণ নৌযান নিবন্ধন করা হইলে, নিবন্ধক উক্ত নৌযানের জন্য একটি নিবন্ধন নম্বর প্রদান করিবেন যাহা উক্ত নৌযানের দৃষ্টিগোচরযোগ্য উন্মুক্ত স্থানে নির্ধারিত নিয়মে প্রদর্শিত হইবে।

(২) উপধারা (১) লঙ্ঘন করিলে উহা হইবে একটি অপরাধ এবং তৎজন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ, অনূর্ধ্ব ৩ (তিন) মাস কারাদণ্ড বা অনূর্ধ্ব ১ (এক) লক্ষ টাকা অর্থ দণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডণীয় হইবেন।

২৩। **নিবন্ধন সংক্রান্ত তথ্যাদি রক্ষণাবেক্ষন**—

নিবন্ধক নিবন্ধন সংক্রান্ত তথ্যাদি কর্তৃপক্ষের নির্ধারিত নিয়মে সংরক্ষণ করিবেন এবং তাহার দ্বারা যে সকল অভ্যন্তরীণ নৌযান নিবন্ধন করা হইয়াছে, সে সকল নৌযানের নিবন্ধন সনদে অন্তর্ভুক্ত বিবরণসমূহ বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ থাকিবে।

২৪। **নিবন্ধন সনদ নৌযানে রাখিবার বাধ্যবাধকতা**—(১) প্রত্যেক অভ্যন্তরীণ নৌযানের নিবন্ধন সনদ, সকল সময় উহার মালিক অথবা মাস্টার কর্তৃক, তাঁহার নৌযানে সংরক্ষণ করিতে হইবে এবং উহা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি কর্তৃক চাহিবামাত্র প্রদর্শন করিতে হইবে।

২৫। **নিবন্ধন সনদ হারানোর ক্ষেত্রে অবিকল সনদ ইস্যু করিবার ক্ষমতা**— নিবন্ধক কোনো অভ্যন্তরীণ নৌযানের নিবন্ধন সনদ হারাইয়া গেলে অথবা নষ্ট হইলে অথবা খুঁজিয়া পাওয়া না গেলে নির্ধারিত ফি গ্রহণপূর্বক প্রচলিত বিধি-বিধান প্রতিপালনসাপেক্ষে মূল সনদের পরিবর্তে একটি নতুন অবিকল সনদ ইস্যু করিতে পারিবেন।

২৬। **নৌযান হারানো, ইত্যাদির ক্ষেত্রে বিজ্ঞপ্তি**—(১) এই আইনের অধীন নিবন্ধিত কোনো অভ্যন্তরীণ নৌযান ডুবিয়া গেলে অথবা হারাইয়া গেলে অথবা কোনো শত্রুকবলিত হইলে অথবা অগ্নিকাণ্ডে পুড়িয়া গেলে অথবা ভাঙিয়া গেলে, নৌযানের মালিক এ বিষয়ে তৎক্ষণাৎ নিবন্ধককে যথাযথ বিবরণসহ লিখিতভাবে জানাইবেন এবং নিবন্ধক উহা নিবন্ধন বই এ লিপিবদ্ধ করিবেন।

(২) উপধারা (১)-এ বর্ণিত কোন ঘটনায় যদি নিবন্ধন সনদ না হারায় বা ধ্বংসপ্রাপ্ত না হয়, তাহা হইলে অভ্যন্তরীণ নৌযানের মালিক বা মাস্টার ঐ সনদপত্র হস্তান্তর করিবেন-

ক) যদি ঘটনা নিবন্ধন করিবার স্থানে ঘটে, তবে তৎক্ষণাৎ আর যদি অন্যত্র ঘটে, তাহলে নৌযান নিবন্ধন করিবার স্থানে পৌছার ১০ (দশ) দিনের মধ্যেই নিবন্ধকের নিকট; এবং

খ) যদি নৌযানটি নিবন্ধিতের স্থানে পৌছার সম্ভাবনা না থাকে তাহা হইলে ঘটনা ঘটার ১০ (দশ) দিনের মধ্যে নিবন্ধকের নিকট।

(৩) উপধারা (২) লঙ্ঘন করিলে উহা হইবে একটি অপরাধ এবং তৎজন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ, অনূর্ধ্ব ৩ (তিন) মাস কারাদন্ড বা অনূর্ধ্ব ১ (এক) লক্ষ টাকা অর্থ দন্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডণীয় হইবেন।

২৭। **মালিকানা পরিবর্তন**—(১) কোনো নিবন্ধিত অভ্যন্তরীণ নৌযানের মালিকানা পরিবর্তিত হইলে উক্ত নৌযানের নিবন্ধন সনদে মালিকানা পরিবর্তনসংক্রান্ত তথ্য নিবন্ধক কর্তৃক অন্তর্ভুক্ত করাইতে হইবে।

(২) যদি কোন অভ্যন্তরীণ নৌযানের মালিকানা পরিবর্তনের কাজ উহার নিবন্ধক স্থানে সম্পন্ন হয়, তাহা হইলে সাথে সাথে উক্ত নৌযানের মালিক অথবা মাস্টার (১) নং উপধারানুযায়ী এনডোর্সমেন্ট-এর নিমিত্তে নিবন্ধন সনদপত্র নিবন্ধক এর নিকট প্রদান করিবেন এবং যদি হস্তান্তর কাজ নৌযানটি অন্যত্র অবস্থানকালে সম্পাদিত হয়, তবে নিবন্ধিত স্থানে প্রথম পৌছার পর পরই প্রদান করিতে হইবে।

(৩) উপধারা (২) লঙ্ঘন করিলে উহা হইবে একটি অপরাধ এবং তৎজন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ, অনূর্ধ্ব ৬ (ছয়) মাস কারাদন্ড বা অনূর্ধ্ব ২ (দুই) লক্ষ টাকা অর্থ দন্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডণীয় হইবেন।

২৮। **বাংলাদেশের বাহিরে অর্জিত মালিকানা সম্পর্কে নিবন্ধককে অবহিতকরণ**—

যদি কোন অভ্যন্তরীণ নৌযান বাংলাদেশের বাহিরে কোন বাংলাদেশি নাগরিকের সম্পত্তিতে পরিণত হয় বা ৩ নং ধারার (২) উপধারায় বর্ণিত এমন কোন কোম্পানির সম্পত্তিতে পরিণত হয়, তবে যখনই উহা বাংলাদেশে নিবন্ধিত করিবার স্থানে পৌছাইবে তখনই নৌযানের মালিক নিবন্ধকের নিকট প্রকৃত তথ্য পরিবেশন করিবেন এবং সেখানে নিম্নোক্ত বিশদ বিবরণসমূহ থাকিবে-

(ক) নৌযানটি নিবন্ধনের স্থানে আগমনের সময়;

(খ) নৌযানের নাম, যদি থাকে;

(গ) ক্রয় করিবার সময় ও স্থানের নাম এবং ক্রয়কারী বা ক্রয়কারীগণের নাম;

(ঘ) মাস্টারের নাম; এবং

(ঙ) টনেজ, ধারণক্ষমতা নির্মাণকাল এবং অন্যান্য প্রাপ্ত তথ্যের বিস্তারিত বিবরণ।

২৯। **নিবন্ধনকৃত অভ্যন্তরীণ নৌযান হস্তান্তর**—(১) এই আইন মোতাবেক নিবন্ধনকৃত কোন অভ্যন্তরীণ নৌযান কিংবা উহার শেয়ার বাংলাদেশের নাগরিক এবং বসবাসকারী এবং বাংলাদেশে ব্যবসারত কোন ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারও কাছে কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমতি ব্যতিত হস্তান্তর করা যাইবে না এবং একজন প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট অথবা স্বীকৃত নোটারী পাবলিকের সম্মুখে উহার বিক্রির বিল সম্পাদিত ও সত্যায়িত না হইলে উক্ত হস্তান্তর সম্পন্ন হইবে না।

(২) এই আইন মোতাবেক নিবন্ধনকৃত কোন অভ্যন্তরীণ নৌযান যখন মালিকানা হস্তান্তর হয়, তখন ক্রেতা ও বিক্রেতা বিক্রয় করিবার ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে যৌথভাবে বিক্রির বিল বা সত্যায়িত কপি এবং প্রয়োজনীয় ফি সহকারে নিবন্ধকের কাছে প্রতিবেদন প্রদান করিবে এবং নিবন্ধক তাহা নিবন্ধন সংক্রান্ত তথ্যাবলীতে লিপিবদ্ধ করিবেন।

(৩) উপধারা (১) লঙ্ঘন করিলে উহা হইবে একটি অপরাধ এবং তৎজন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ, অনূর্ধ্ব ৩ (তিন) বছর কারাদন্ড বা অনূর্ধ্ব ৩ (তিন) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডণীয় হইবেন।

(৪) উপধারা (২) লঙ্ঘন করিলে উহা হইবে একটি অপরাধ এবং তৎজন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ, অনূর্ধ্ব ৩ (তিন) মাস কারাদন্ড বা অনূর্ধ্ব ২ (দুই) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডণীয় হইবেন।

৩০। **বাংলাদেশি নাগরিকের নিকট হস্তান্তরিত নৌযানের নিবন্ধন** —(১) এই আইন অনুযায়ী নিবন্ধিত নয় এমন কোনো অভ্যন্তরীণ নৌযান যদি কোন বাংলাদেশী নাগরিক বা ৩ ধারার (২) উপধারায় বর্ণিত কোন কোম্পানির কাছে হস্তান্তরিত হয় তাহা এই আইন মোতাবেক নিবন্ধিত হইতে হইবে।

(২) ১ নং উপধারা অনুযায়ী আবশ্যকীয় কোন অভ্যন্তরীণ নৌযান নিবন্ধিত করিবার পূর্বে, নিবন্ধক হস্তান্তরের সত্যতা এবং ক্রেতা ও বিক্রেতার পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার উদ্দেশ্যে বিক্রির বিল, হস্তান্তর সনদপত্র ও নিবন্ধিত সনদপত্র তাহার সম্মুখে উপস্থাপনের জন্য বলিতে পারেন।

(৩) যেখানে উপধারা (১) অনুযাযী কোন অভ্যন্তরীণ নৌযান নিবন্ধিত হয় নিবন্ধক উক্ত নৌযানের মূল নিবন্ধন সনদপত্রের সমস্ত বিবরণ তাহার নিবন্ধন বই এ লিপিবদ্ধ করিবেন।

৩১। **পরিবর্তিত নৌযান পুনঃনিবন্ধনসংক্রান্ত বিধান**—

(১) এই আইন মোতাবেক নিবন্ধনকৃত কোন অভ্যন্তরীণ নৌযান যদি এইরূপভাবে পরিবর্তিত হয় যে, তার টনেজ সম্পর্কিত পূর্ব বিবরণ সংগতিহীন হইয়াছে বা নিবন্ধন বই এ অন্তর্ভুক্ত বর্ণনাদির সহিত অসঙ্গতি দেখা দিয়েছে সেইক্ষেত্রে, উহাকে নিবন্ধনকৃত হিসেবে গণ্য করা হইবে না, যতক্ষণ না নিবন্ধক তাহার কাছে ওই বিষয়ে লিখিত আবেদন পাইয়া থাকেন এবং জরিপকারক হইতে পরিবর্তন সম্পর্কিত বিস্তারিত বিবরণ সংবলিত একটি জরিপ সনদপত্র পাইয়া পরিবর্তন সম্পর্কিত বিবরণাদি নিবন্ধনভুক্ত করেন অথবা তিনি যথাযথ মনে করিয়া উক্ত নৌযানটিকে নতুন করিয়া নিবন্ধিত করেন।

(২) ১ নং উপধারা অনুযায়ী একটি অভ্যন্তরীণ নৌযানের পরিবর্তন সংক্রান্ত বিবরণাদি নিবন্ধনভুক্ত করিবার প্রয়োজনে নিবন্ধক বর্তমানে বলবৎ নিবন্ধন সনদ তাহার নিকট আনাইতে পারেন এবং হয় বর্তমানে সনদের পরিবর্তে একটি নতুন সনদ মঞ্জুর করিতে পারেন অথবা পরিবর্তনের বিবরণাদি সহ সংশোধন করিতে পারেন বা বলবৎ সনদে নৌযানটির পরিবর্তন সংক্রান্ত মেমোরান্ডাম অন্তর্ভুক্ত এবং স্বাক্ষর করিতে পারেন।

(৩) ১ নং উপধারা অনুযায়ী কোন নৌযানের নতুন করিয়া নিবন্ধনের নিমিত্তে, নিবন্ধক এমনভাবে অগ্রসর হইবেন যেন নৌযানটি প্রথম নিবন্ধন হইতেছে এবং সেই ক্ষেত্রে তাহার কাছে বর্তমানে বলবৎ নিবন্ধন সনদ হস্তান্তর করিলে এবং প্রথম নিবন্ধন এর জন্য ফি পরিশোধসহ নিবন্ধন সংক্রান্ত অন্যান্য প্রয়োজনীয় করণীয় সঠিকভাবে সম্পাদিত হইলে অথবা মালিকানা পরিবর্তনের ক্ষেত্রে তিনি, যাহা যাচাই প্রয়োজন মনে করেন তাহা সম্পর্কে সন্তুষ্ট হইলে, নৌযানটি নিবন্ধিত করিবেন এবং নতুন নিবন্ধন সনদ মঞ্জুর করিবেন।

(৪) যখন কোন অভ্যন্তরীণ নৌযান এই ধারা অনুযায়ী নতুন করিয়া নিবন্ধিত হয়, তাহার পূর্ববর্তী নিবন্ধন বন্ধ বলিয়া বিবেচিত হইবে, তবে উহাতে অন্তর্ভুক্ত সন্তোষজনকও নয় এবং মেয়াদ উত্তীর্ণও নয় এমন বিক্রয় সংক্রান্ত সনদ ব্যতীত কিন্তু পূর্ববর্তী নিবন্ধনে অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের নাম যাহারা নৌযানটির মালিক হইতে আগ্রহী তাহা নতুন নিবন্ধন বইতে অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে এবং নতুন নিবন্ধন কোন অবস্থাতেই ওই সকল ব্যক্তিদের কোন অধিকার খর্ব করিবে না।

৩২। **নিবন্ধন সনদের মেয়াদ ইত্যাদি**—(১) এই আইনের অন্যান্য ধারার বিধান সাপেক্ষে কোনো অভ্যন্তরীণ নৌযানের নিবন্ধন সনদের মেয়াদ নৌযানের প্রথম নিবন্ধনের তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) বৎসর হইবে, যদি না উক্ত নৌযানটি হারাইয়া যায়, ভাঙ্গিয়া ফেলা হয় বা উক্ত সময়ের মধ্যে অন্য কোনোভাবে হস্তান্তর করা হয়;

(২) উক্ত ৩০ (ত্রিশ) বৎসর নিবন্ধনের মেয়াদান্তে নিবন্ধক কর্তৃক বিশেষ ডকিং জরিপের পর নৌযানের কাঠামোসহ সার্বিক অবস্থা চলাচলের উপযুক্ত প্রতীয়মান হইলে প্রতিবার নিবন্ধনের মেয়াদ ৫ (পাঁচ) বৎসর পর্যন্ত বৃদ্ধি করা যাইতে পারে;

তবে শর্ত থাকে যে, বিশেষ ডকিং জরিপের মাধ্যমে নিবন্ধনের মেয়াদ ২ (দুই) বারের অধিক বৃদ্ধি করা যাইবে না। আরও শর্ত থাকে যে, সরকার কোন নৌযানের ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক গুরুত্ব বিবেচনায় এবং সরকারের কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত নৌযানকে নিবন্ধন মেয়াদের বাধ্যবাধকতা হইতে অব্যাহতি দিতে পারিবে।

(৩) এই আইনের আওতায় নিবন্ধনকৃত কোন অভ্যন্তরীণ নৌযান, ডাম্ববার্জ এবং অন্যান্য নৌযান যাহা নিজে চলিতে পারে না কিন্তু অন্য যন্ত্রচালিত নৌযানের মাধ্যমে টানিয়া অথবা ধাক্কাইয়া চালাইয়া নেওয়া হয় এই সব নৌযান ব্যতীত, পর পর তিন বৎসর জরিপ হয় নাই, এইরূপ নৌযানের নিবন্ধন অত্র আইনের ১৪(১)ক) দফায় প্রদত্ত পর্যবেক্ষণ প্রত্যয়নপত্রের মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার তারিখ হইতে বাতিল হইবে।

(৪) কোনো অভ্যন্তরীণ নৌযান অকেজো রাখা হইলে বা ভাঙ্গিয়া ফেলা হইলে বা অন্য কোনোভাবে অব্যবহৃত থাকিলে, মালিক উহা সম্পর্কে উক্ত ঘটনার তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে নিবন্ধককে লিখিতভাবে অবহিত করিবেন।

(৫) উপধারা (৪) লঙ্ঘন করিলে উহা হইবে একটি অপরাধ এবং তৎজন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ, অনূর্ধ্ব ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদন্ড বা সনদ, অনুমতি ইত্যাদি বাতিল বা উভয় দন্ডে দন্ডণীয় হইবেন।

৩৩। **নিবন্ধন, ইত্যাদি সংক্রান্ত প্রতিবেদন দাখিল**— প্রতিবছর ১৫ জানুয়ারি ও ১৫ জুলাইয়ের মধ্যে পূর্ববর্তী ছয় মাসে-এই আইনবলে কৃত নিবন্ধন সংক্রান্ত, নিবন্ধন বাতিল সংক্রান্ত এবং হস্তান্তরসহ অন্যান্য যাবতীয় বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের নামসহ রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্ত তথ্যসহ অন্যান্য যেসব তথ্য পেশ করিবার জন্য কর্তৃপক্ষ নির্দেশ দিবে তাহা নিবন্ধক, কর্তৃপক্ষের কাছে নির্দিষ্ট ফরমে প্রতিবেদন পেশ করিবেন।

৩৪। জরিপ এবং নিবন্ধন সনদ-এর অধিকার সংক্রান্ত পারস্পরিক স্বীকৃতি : (১) সরকার যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, কোন ভিন্ন রাষ্ট্রের আইন ও বিধানে এই আইন মোতাবেক নিবন্ধিত সনদপ্রাপ্ত কোন অভ্যন্তরীণ নৌযান —

(ক) এইরূপ সার্টিফিকেটের বদৌলতে অভ্যন্তরীণ নৌপথে চলাচলের সময় সেই দেশে কোন বিশেষ অব্যাহতি লাভ করে; অথবা

(খ) ঐ দেশের অভ্যন্তরীণ নৌ-পথে চলাচলের জন্য বিশেষ শর্ত, যেমন নতুন করিয়া নিবন্ধন অথবা ফি প্রদান ইত্যাদি করিতে হয়;

সেই ক্ষেত্রে সরকার গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এই মর্মে আদেশ জারি করিতে পারে যে, অনুরূপ অব্যাহতি বা শর্তসমূহ অথবা কোন অব্যাহতি বা শর্ত ঐ বিশেষ দেশের নৌযান যখন বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ নৌ-সীমায় চলাচল করিবে, তখন পরস্পর বাধ্যতা হিসাবে অনুমোদিত অথবা আরোপিত হইবে।

(২) সরকার অফিসিয়াল গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে এই মর্মে আদেশ জারি করিতে পারে যে, (১) উপধারায় নিবন্ধন সংক্রান্ত পারস্পরিক বাধ্যতা, প্রয়োজন, এই আইনের আওতায় প্রদত্ত সার্ভে সার্টিফিকেট, যোগ্যতা সনদ এবং লাইসেন্স-এর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হইবে।

৩৫। জরিপ সনদ ব্যতীত নৌ-যাত্রা নিষিদ্ধ- (১) কোন অভ্যন্তরীণ নৌযান কোন নৌ-যাত্রায় যাইবে না বা অভ্যন্তরীণ নৌ পথে চলাচল করিবে না, যদি উহার এই আইনের আওতায় মঞ্জুরীকৃত বৈধ জরিপ সনদ এবং নিবন্ধন সনদ যাহা অভ্যন্তরীণ নৌ পথে চলাচল ও নৌ-যাত্রার জন্য প্রযোজ্য-তাহা না থাকে।

(২) উপধারা (১) লঙ্ঘন করিলে উহা হইবে একটি অপরাধ এবং তৎজন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ, অনূর্ধ্ব ২ (দুই) বছর কারাদন্ড বা অনূর্ধ্ব ৩ (তিন) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডণীয় হইবেন।

তৃতীয় অধ্যায়

লোক নিয়োগ, পরীক্ষা এবং সনদায়ন

৩৬। **অভ্যন্তরীণ নৌযানের শ্রেণিবিভাগ**—সরকার প্রজ্ঞাপন দ্বারা অভ্যন্তরীণ নৌযানের শ্রেণিবিভাগ করিতে পারিবেন।

৩৭। **যোগ্যতার সনদ**—(১) মহাপরিচালক নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরীক্ষা গ্রহণপূর্বক অভ্যন্তরীণ নৌযানের জন্য ইনল্যান্ড ইঞ্জিনিয়ার, বিভিন্ন গ্রেডের মাস্টার ও ড্রাইভারদের জন্য যোগ্যতার সনদ মঞ্জুর করিবেন।

(২) কোন অভ্যন্তরীণ নৌযানে (১) নং উপধারা অনুযায়ী যোগ্যতার সনদপত্রধারী ছাড়া কোন ইনল্যান্ড ইঞ্জিনিয়ার, মাস্টার, ড্রাইভার নিয়োগ অথবা নিযুক্ত করা যাইবে না।

(৩) সকল যোগ্যতা সনদ জারির তারিখ হইতে প্রতি ৫ (পাঁচ) বৎসর অন্তর মহাপরিচালক কর্তৃক নির্ধারিত শর্ত ও পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া নবায়ন করিতে হইবে।

৩৮। **অভ্যন্তরীণ নৌযানে নাবিক নিয়োগ** -(১) কোন অভ্যন্তরীণ নৌযান উপধারা (২) অনুযায়ী নাবিক নিয়োগ ব্যতীত অভ্যন্তরীণ নৌ-পথে চলাচল করিতে বা কোন কাজে ব্যবহৃত হইতে পারিবে না।

(২) সরকার অফিসিয়াল গেজেট বিজ্ঞপ্তি দ্বারা এই মর্মে আদেশ জারি করিতে পারিবে যে, কোন অভ্যন্তরীণ নৌযানে ঐ বিজ্ঞপ্তির আদেশানুযায়ী কতজন এবং কোন কোন গ্রেডের ইনল্যান্ড ইঞ্জিনিয়ার, মাস্টার, ড্রাইভার এবং ক্রু থাকিবে।

(৩) (২) নং উপধারায় জারিকৃত আদেশের কোন প্রয়োজনীয়তা হইতে মহাপরিচালক যে কোন অভ্যন্তরীণ নৌযানকে অথবা যে কোন শ্রেণীর নৌযানকে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবেন ।

(৪) (৩) নং উপধারায় প্রদত্ত অব্যাহতি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অথবা এক বা একাধিক বিশেষ নৌ-যাত্রার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইতে পারে।

(৫) এই ধারায় যাহাই থাকুক না কেন, মহাপরিচালক কোনো ব্যক্তির ক্ষেত্রে বিধি দ্বারা নির্ধারিত যোগ্যতাসাপেক্ষে এই ধারা শিথিল করিতে পারিবেন, যদি-

(ক) ঐ ব্যক্তি মহাপরিচালককে এই মর্মে সন্তুষ্ট করিতে পারেন যে, যে কাজের জন্য তিনি নিয়োগ প্রার্থী সে কাজের দায়িত্ব পালনে তিনি সঙ্গতভাবে যোগ্য;

(খ) নৌযানের মালিককে এই মর্মে মহাপরিচালককে সন্তুষ্ট করিতে হইবে যে, যথোপযুক্ত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও নিয়োগের জন্য উপযুক্ত সনদধারী লোক পাওয়া সম্ভব হয় নাই;

(৬) উপধারা (১) লঙ্ঘন করিলে উহা হইবে একটি অপরাধ এবং তৎজন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ, অনূর্ধ্ব ৩ (তিন) বছর কারাদণ্ড বা অনূর্ধ্ব ৩ (তিন) লক্ষ টাকা অর্থ দণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডণীয় হইবেন।

৩৯। অভ্যন্তরীণ নৌযানের নাবিকদের ইউনিফর্ম, পরিচয়পত্র ইত্যাদি— (১) মহাপরিচালক আদেশ দিতে পারেন যে,

(ক) লিখিত আদেশে উল্লিখিত নমুনা ও মান অনুযায়ী অভ্যন্তরীণ নৌযানের মালিকগণ নৌযানে কর্মরত নাবিকদেরকে ইউনিফর্ম সরবরাহ করিবেন;

(খ) প্রত্যেক নাবিকের আবেদনের প্রেক্ষিতে পরিচয়পত্র প্রদান করিবেন এবং উক্ত পরিচয়পত্রে আদেশ অনুযায়ী নাবিকদের সমুদয় বিবরণ উল্লেখ থাকিবে;

(গ) আদেশে যেরূপ নির্দিষ্ট করিবেন, সেইরূপ পরিস্থিতিতে এবং সেই ব্যক্তির নিকট পরিচয়পত্রধারীর পরিচয়পত্র দাখিলের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ থাকিবে;

(ঘ) আদেশে যেরূপ নির্দিষ্ট করিবেন, সেইরূপ পরিস্থিতিতে নাবিকের পরিচয়পত্র সমর্পণে করিতে বাধ্য থাকিবেন।

(২) যদি কোন ব্যক্তির ইউনিফর্ম পরিধানের অথবা পরিচয়পত্র প্রদর্শনের প্রয়োজনীয়তা থাকে, এই ক্ষেত্রে তাহা না করিলে সে জরিমানাসহ শাস্তিযোগ্য অপরাধী হইবে এবং সেক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ অনূর্ধ্ব ১০ (দশ) হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা আরোপ করিতে পারিবে অথবা তাহার যোগ্যতা সনদ; যদি থাকে, অনূর্ধ্ব তিনমাস পর্যন্ত স্থগিত রাখিতে পারিবে।

(৩) যদি কোন ব্যক্তি এমন তথ্য প্রদান করে যাহা মহাপরিচালকের নিকট মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হয় অথবা সে নিজে অথবা অন্য ব্যক্তির পরিচয়পত্র প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে বেপরোয়াভাবে বিবৃতি দেয় যা মিথ্যা বলে প্রতিপন্ন হয়, তবে কর্তৃপক্ষ অনূর্ধ্ব ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা জরিমানা আরোপ করিতে পারিবে এবং ঐ ক্ষেত্রে নাবিকের পরিচয়পত্র বাতিল করা হইবে।

৪০। অভ্যন্তরীণ ইঞ্জিনিয়ার, মাস্টার, ইঞ্জিন ড্রাইভারদের প্রশিক্ষণ-

(১) মহাপরিচালক সময়ে সময়ে অভ্যন্তরীণ ইঞ্জিনিয়ার, মাস্টার, ইঞ্জিন ড্রাইভার গ্রীজার, সুকানীসহ অন্যান্য নাবিক যাহারা নৌযান ও যাত্রীসাধারণের নিরাপত্তা বিধানে প্রাথমিকভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত, তাদেরকে যাত্রী সমাগম ব্যবস্থাপনা, অগ্নিনির্বাপন ব্যবস্থাপনা, পার্সোনাল সারভাইভাল টেকনিক, তৈলবাহী নৌযানের নিরাপত্তা এবং এইরূপ অন্যান্য প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচির ব্যবস্থা করিবেন।

(২) যদি-

(ক) উপধারা ১নং অনুযায়ী কোন ব্যক্তিকে প্রশিক্ষণের জন্য মনোনীত করা হইলে তাহাকে উক্ত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করিতে হইবে।

(খ) কোন ব্যক্তি উপযুক্ত কারণ ব্যতীত উক্ত প্রশিক্ষণ নিতে অগ্রাহ্য করিলে তাহার যোগ্যতা সনদ অথবা পরিচয়পত্র প্রশিক্ষণ না নেওয়া পর্যন্ত স্থগিত করা যাইবে।

৪১। অভ্যন্তরীণ নৌযানের নাবিক নিবন্ধন—(১) মহাপরিচালক অভ্যন্তরীণ নৌযানের নাবিকের নিবন্ধন প্রদান করিতে পারিবেন।

(২) নিবন্ধনবিহীন কোনো নাবিককে কোনো অভ্যন্তরীণ নৌযানে কোন পদে নিয়োগ করা যাইবে না।

(৩) মহাপরিচালকের অনুমোদন ব্যতিরেকে বাংলাদেশের নাগরিক নহে এমন কোন ব্যক্তিকে অভ্যন্তরীণ নৌযানে কোন পদে নিয়োগ করা যাইবে না।

(৪) এই ধারার অধীন নিবন্ধনের শর্ত ও পদ্ধতি মহাপরিচালক কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

(৫) উপধারা (২) বা উপধারা (৩) লঙ্ঘন করিলে উহা হইবে একটি অপরাধ এবং তৎজন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ, অনূর্ধ্ব ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা সনদ, অনুমতি ইত্যাদি বাতিল বা উভয় দণ্ডে দণ্ডণীয় হইবেন।

৪২। পরীক্ষক নিয়োগ— সরকার এই আইনের অধীন যোগ্যতার সনদ অর্জনে আগ্রহী ব্যক্তিগণের সকল ধরণের যোগ্যতা সনদ পরীক্ষার নিমিত্ত প্রয়োজনীয় সংখ্যক পরীক্ষক নিয়োগ বা পরীক্ষা বোর্ড গঠন করিতে পারিবে এবং তাহাদের নির্ধারিত হারে সম্মানী প্রদান করিতে পারিবে।

৪৩। যোগ্যতা সনদ মঞ্জুরীকরণ— (১) মহাপরিচালক অথবা এতদার্থে নিয়োজিত কোন কর্মকর্তা যোগ্যতা সনদপত্র পাইতে ইচ্ছুক এমন আবেদনকারী সম্পর্কে পরীক্ষকদের অথবা পরীক্ষকদের বোর্ড কর্তৃক উক্ত আবেদনকারী যোগ্যতা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে, এই মর্মে প্রতিবেদনের ভিত্তিতে এবং তার দক্ষতা এবং নৌযানে তার স্বাভাবিক সন্তোষজনক আচরণ সম্পর্কে সন্তোষজনক প্রমাণাদি দাখিলের পরে, আবেদনকারীকে প্রার্থীত যোগ্যতার সনদপত্র মঞ্জুর করিবেন;

(২) মহাপরিচালক অথবা এতদার্থে নিয়োজিত কর্মকর্তা উপধারা (১) এর অধীন যোগ্যতা সনদপত্র মঞ্জুর করিবার পূর্বে যদি কোনো আবেদনকারী সম্পর্কে পরীক্ষকদের অথবা পরীক্ষকদের বোর্ডের প্রতিবেদন সম্পর্কে এই মর্মে বিশ্বাস করিবার কারণ উদ্ভব হয় যে, উক্ত প্রতিবেদন অবৈধভাবে প্রদান করা হইয়াছে, সেই ক্ষেত্রে আবেদনকারীকে পুনরায় পরীক্ষা দেওয়ার নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবেন।

৪৪। সনদের অনুলিপি প্রণয়ন ও অবৈধ সনদ সংক্রান্ত শাস্তি—(১) এই আইনের অধীন মঞ্জুরীকৃত কোনো যোগ্যতার সনদ নির্ধারিত ফর্মে অনুলিপিসহ প্রণয়ন করিতে হইবে যাহার একটি সনদধারী ব্যক্তিকে সরবরাহ ও অপরটি নির্ধারিত পদ্ধতিতে নথিভুক্ত ও সংরক্ষণ করিতে হইবে।

৪৫। সনদ হারানো— এই আইন মোতাবেক মঞ্জুরীকৃত কোন যোগ্যতার সনদপত্রের বৈধ মেয়াদ থাকা অবস্থায় হারাইলে, ধ্বংস হইলে অথবা এইরূপভাবে মুছিয়া গেলে তাহা যদি অকেজো বলিয়া বিবেচিত হয়, সেই ক্ষেত্রে উহার অধিকারী ব্যক্তি এইরূপ হারানো, ধ্বংসপ্রাপ্ত, মুছিয়া যাওয়া তাহার অবহেলার জন্য হয় নাই, এই মর্মে সনদপত্র মঞ্জুরে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অথবা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষকে সন্তুষ্ট করিতে পারে, তবে তাহাকে ৪৪ নং ধারানুযায়ী সংরক্ষিত নথির ভিত্তিতে সনদপত্রের একটি কপি প্রদান করা হইবে এবং উহার কার্যকারিতা হইবে মূল সনদপত্রেরই অনুরূপ ।

৪৬। সনদ স্থগিত ও বাতিলকরণ—(১) মহাপরিচালক, এই আইনের অধীন মঞ্জুরীকৃত কোনো যোগ্যতা সনদ স্থগিত বা বাতিল করিতে পারিবেন, যদি উক্ত সনদধারী ব্যক্তি—

(ক) এই আইনের অধীনে কোনো অপরাধের জন্য অথবা জামিন অযোগ্য কোনো অপরাধের জন্য সাজাপ্রাপ্ত হন; অথবা

(খ) এই আইনের কোনো বিধান লঙ্ঘনপূর্বক চলাচলকারী বা ব্যবহারকারী কোনো অভ্যন্তরীণ নৌযানে দায়িত্ব পালন করেন; অথবা

(গ) মহাপরিচালক কর্তৃক নিয়োগকৃত কোনো চিকিৎসক দ্বারা দায়িত্ব পালনে শারীরিকভাবে অনুপযুক্ত বলিয়া প্রত্যায়িত হন; অথবা

(ঘ) মহাপরিচালকের বিবেচনায় সনদপত্র বা লাইসেন্সে উল্লেখিত শর্তানুসারে কাজ করতে অনুপযুক্ত বলিয়া পরিগণিত হয়; অথবা

(ঙ) এই আইনের অধীন বিচার, তদন্ত বা অনুসন্ধানকারী কোনো আদালত, কর্তৃপক্ষ বা কর্মকর্তা এই মর্মে প্রতিবেদন প্রদান করিয়াছেন যে—

১) কোনো অভ্যন্তরীণ নৌযানের দুর্ঘটনা বা ডুবিয়া যাওয়া বা নৌযান পরিত্যাগ অথবা এইরূপ কোনো নৌযানের ক্ষতি বা ক্ষয়ক্ষতি অথবা জানমালের কোনো ক্ষতি বা ক্ষয়ক্ষতি বা দূষণসনদধারী ব্যক্তির কোনো দোষ বা অক্ষমতার কারণে সংঘটিত হইয়াছে; অথবা

২) উক্ত ব্যক্তি যোগ্যতাহীন ছিল বা স্পষ্ট দায়িত্বে অবহেলা বা অসদাচরণের জন্য দোষী সাব্যস্ত হইয়াছে।

তবে কোনো ব্যক্তির সনদ, তাঁহাকে কারণ দর্শানোর সুযোগ প্রদান ব্যতীত স্থগিত বা বাতিল করা যাইবে না এবং দফা (ঙ) তে উল্লিখিত ক্ষেত্রে তাহাকে আদালত, কর্তৃপক্ষ বা অফিসারের রিপোর্টের কপিও প্রদান করিতে হইবে।

(২) ১ নং উপধারা অনুযায়ী স্থগিত বা রহিতকৃত যোগ্যতার সনদপত্র স্থগিত বা রহিত করিবার আদেশপত্র উল্লিখিত ব্যক্তির নিকট নির্দিষ্ট সময়ে পৌঁছাইয়া দিতে হবে।

(৩) সরকার বা সরকার কর্তৃক এতদার্থে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তা ইচ্ছা করিলে যে কোন সময় ১ নং উপধারায় রহিত বা স্থগিত করিবার আদেশ রদ করিতে পারিবেন এবং তাহাকে পরীক্ষা ব্যতীত একটি নতুন যোগ্যতার সনদপত্র প্রদান করিবার নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবেন এবং ঐ সনদপত্র, তাহাতে অন্যরূপ কোন শর্ত না থাকিলে, রহিতকৃত সনদপত্রের অনুরূপ কার্যকর হইবে।

(৪) উপধারা (২) লঙ্ঘন করিলে উহা হইবে একটি অপরাধ এবং তৎজন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ, অনূর্ধ্ব ৩ (তিন) মাস কারাদণ্ড বা অনূর্ধ্ব ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডণীয় হইবেন।

৪৭। অসদাচরণ, ইত্যাদির দরুন জাহাজ বিপদাপন্ন করিবার দণ্ড—(১) কোন অভ্যন্তরীণ নৌযানের যে কোন পদে নিযুক্ত বা কর্তব্যরত কোন ব্যক্তি যদি ইচ্ছাকৃত শৃঙ্খলা ভঙ্গ বা কর্তব্যে অবহেলা করিয়া—

(২) এইরূপ কোন কর্ম করে যাহার দরুন নৌযান ডুবিয়া যায়, ধ্বংস অথবা কোন অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয় বা সেই নৌযান বা অন্য কোন নৌযানের আরোহীর জীবন বা অঙ্গহানির আশঙ্কা বা কোন সম্পত্তি ধ্বংস বা আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়; অথবা

এইরূপ করণীয় কোন কর্তব্য সম্পাদন করিতে অস্বীকার করে বা ব্যর্থ হয়, যাহা করিলে কোন নৌযান ডুবা হইতে, ধ্বংস বা ক্ষতি হইতে বা কোন ব্যক্তির জীবন বা অঙ্গহানি হইতে রক্ষা করা সম্ভব হইত, তবে উহা হইবে একটি অপরাধ এবং তৎজন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ, সর্বোচ্চ দণ্ড হিসাবে, অনূর্ধ্ব ৫ (পাঁচ) বছর কারাদণ্ড বা ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডণীয় হইবেন।

(৩) যেখানে কোন অভ্যন্তরীণ নৌযান দ্বারা সংঘটিত নৌ-দুর্ঘটনার ফলে কোন প্রাণহানি বা কোন ব্যক্তি আহত বা নৌযানের বা অন্য কোন নৌযানের কোন সম্পদ নষ্ট হইয়া থাকে এবং এইরূপ দুর্ঘটনা কোন নৌযানের ত্রুটি বা অভ্যন্তরীণ নৌযানের মালিক, মাস্টার বা কোন অফিসার বা ক্রু সদস্যের অযোগ্যতা বা অসদাচরণ বা কোন আইন ভঙ্গের দরুন ঘটিয়া থাকে, তবে উহা হইবে একটি অপরাধ এবং তৎজন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ, সর্বোচ্চ দণ্ড হিসাবে, অনূর্ধ্ব ৫ (পাঁচ) বছর কারাদণ্ড বা ৩ (তিন) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডণীয় হইবেন।

চতুর্থ অধ্যায়

নৌ-দুর্ঘটনা

৪৮। নৌ-দুর্ঘটনা এবং উহার প্রতিবেদন—(১) নৌ-দুর্ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে, যদি—

(ক) কোনো অভ্যন্তরীণ নৌযান হারাইয়া যায়, ডুবিয়া যায়, নৌ-দুর্যোগে পতিত হয়, পরিত্যক্ত বা গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়;

(খ) কোনো দুর্ঘটনার কারণে নৌযানের বা তৃতীয় পক্ষের বা নৌযানের উপর কোনো জীবন, মালামাল বা পরিবেশের ক্ষয় ক্ষতি সাধিত হয়; অথবা

(গ) কোনো নৌযান অন্য কোনো নৌযানের অথবা ঐ নৌযানের উপর কোনো জীবন, মালামাল বা পরিবেশের ক্ষয় ক্ষতি সাধন করে।

(২) প্রত্যেক নৌ-দুর্ঘটনা সংগঠিত হইবা মাত্রই এবং যদি ইহা সম্ভব না হয়, দুর্ঘটনা সংগঠিত হইবার ২৪ (চব্বিশ) ঘণ্টার মধ্যে, উক্ত নৌযান বা একাধিক নৌযান জড়িত থাকার ক্ষেত্রে প্রত্যেক নৌযানের মাস্টার বা মাস্টারের অনুপস্থিতি বা শারীরিক অক্ষমতার ফলে নৌযানের বা নৌযানসমূহের যে-কোনো নাবিক বা নৌযানসমূহের যে-কোনো যাত্রী বা দুর্ঘটনা সম্পর্কে জ্ঞাত যে-কোনো ব্যক্তি কর্তৃক সংশ্লিষ্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে দুর্ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করিতে হইবে;

(৩) উপধারা (২)-এর অধীন কোনো নৌ-দুর্ঘটনা সম্পর্কে অবহিত হইবার পর অথবা নির্ভরযোগ্য সূত্রে সংবাদ প্রাপ্তির পর সংশ্লিষ্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক যথাশীঘ্র সম্ভব, তবে কোনো অবস্থাতেই দুর্ঘটনার ১২ (বারো) ঘণ্টার অধিক পরে নহে, দুর্ঘটনা সংক্রান্ত তথ্য এবং পরিস্থিতি সম্পর্কে মহাপরিচালক এবং যে এলাকায় দুর্ঘটনা সংঘঠিত হইয়াছে উক্ত এলাকার সংশ্লিষ্ট জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নিকট লিখিত প্রতিবেদন দাখিল করিতে হইবে।

(৪) **দুর্ঘটনা সংগঠিত হইবার অব্যবহিত পরে নৌযানের মালিক বা তাঁহার প্রতিনিধি কর্তৃক দুর্ঘটনা সম্পর্কে মহাপরিচালক, নৌপরিবহন অধিদপ্তর এবং চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিতে হইবে।**

(৫) উপধারা (২) বা উপধারা (৪) লঙ্ঘন করিলে উহা হইবে একটি অপরাধ এবং তৎজন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ, অনূর্ধ্ব ৬ (ছয়) মাস কারাদন্ড বা অনূর্ধ্ব ১ (এক) লক্ষ টাকা অর্থ দন্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডণীয় হইবেন।

৪৯। নৌ-দুর্ঘটনার তদন্ত -

(১) নৌ-দুর্ঘটনা সম্পর্কে ৪৮ নং ধারা অনুযায়ী প্রাপ্ত রিপোর্টের উপর ভিত্তি করিয়া উপজেলা নির্বাহী অফিসার-

(ক) দ্রততার সঙ্গে উক্ত নৌ-দুর্ঘটনা সম্পর্কে তদন্ত করিবেন বা করিবার ব্যবস্থা করিবেন; এবং

(খ) দুর্ঘটনা সংক্রান্ত ঘটনা ও পরিস্থিতি বর্ণনাপূর্বক তার মতামত, যদি থাকে, সংবলিত প্রতিবেদন, দুর্ঘটনার কারণ ও দায়িত্ব উল্লেখপূর্বক সাত দিনের মধ্যে সরকার এবং জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট দাখিল করিবেন।

(২) (১) নং উপধারা অনুযায়ী তদন্ত পরিচালনাকারী ব্যক্তি-

(ক) সংশ্লিষ্ট যে কোন নৌযানে আরোহণ করিয়া উহার যে কোন অংশ যন্ত্রপাতি অথবা অন্যান্য জিনিসপত্র পরিদর্শন করিতে পারিবেন,

(খ) তদন্তের স্বার্থে প্রয়োজন, এমন যে কোন স্থানে প্রবেশ এবং পরিদর্শন করিতে পারিবেন;

(গ) দুর্ঘটনা সংক্রান্ত বিষয়ে এবং পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত এইরূপ যে কোন ব্যক্তিকে, যদি তিনি প্রয়োজন মনে করেন, তলব এবং জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবেন; এবং

(ঘ) তদন্তের স্বার্থে প্রয়োজনীয় মনে করেন এমন বইপত্র, কাগজ এবং দলিলাদি তার কাছে উপস্থাপন করাইতে পারিবেন।

(৩) (১) নং উপধারা বিধান সত্ত্বেও সরকার ইচ্ছা করিলে, ৪৮ নং ধারার (৩) নং উপধারা অনুযায়ী প্রাপ্ত রিপোর্টের উপর ভিত্তি করিয়া সরকারের তরফ হইতে উক্ত দুর্ঘটনা তদন্ত করিবার জন্য এতদার্থে কোন কর্মকর্তাকে নিয়োগ করিতে পারিবে এবং ঐ কর্মকর্তা-

(ক) উক্ত দুর্ঘটনা সংশ্লিষ্ট ঘটনা এবং পরিস্থিতির বিবরণ ও তাহার মতামত যদি থাকে, তবে তাহা প্রতিবেদন আকারে দুর্ঘটনার কারণ ও দায়িত্ব উল্লেখপূর্বক সরকারের নিকট দাখিল করিবেন;

(খ) (২) নং উপধারায় উল্লিখিত ক্ষমতা এবং সুযোগ-সুবিধার অধিকারী হইবেন।

(৪) যখন (৩) নং উপধারার অনুযায়ী কোন তদন্ত অনুষ্ঠিত হয়, তখন (১) নং উপধারা অনুযায়ী কোন তদন্ত অনুষ্ঠিত হইবে না।

পঞ্চম অধ্যায়

নৌযান ও যাত্রীদের সুরক্ষা

৫০। রুট পারমিট, সময়সূচি, ভাড়ার তালিকা এবং মুদ্রিত টিকিট ব্যতীত নৌ-যাত্রা নিষিদ্ধ— (১) কোন অভ্যন্তরীণ নৌযান, যাহা যাত্রী পরিবহণে নিয়োজিত, তাহা কোন নৌ-যাত্রায় বা কাজে ব্যবহৃত হইবে না-

(ক) যতক্ষণ পর্যন্ত না সরকার বা সরকার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন সংস্থার নিকট হইতে মঞ্জুরীকৃত রুট পারমিট এবং অনুমোদিত ভাড়ার তালিকাপ্রাপ্ত হয়;

(খ) বরাদ্দকৃত নির্ধারিত রুট এবং উক্ত রুট পারমিটে বর্ণিত শর্তাবলি অনুসরণ ব্যতীত;

(গ) বহনকৃত যাত্রী বা মালের ভাড়া বাবদ পরিশোধকৃত অর্থের পরিমাণ উল্লেখপূর্বক ছাপানো টিকেট বা রশিদ নির্ধারিত নিয়মে ইস্যু ব্যতীত; এবং

(ঘ) নৌ-বন্দর বা লঞ্চঘাটে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট নৌ যাত্রার পূর্বে নৌ-যাত্রা ঘোষণা পত্র দাখিল/প্রেরণ করা না হয়।

(২) বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহারের ক্ষেত্রে যাত্রীবাহী ব্যতিত অন্যান্য সকল নৌযানের ক্ষেত্রেও কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত রুট পারমিট প্রযোজ্য হইবে।

(৩) উপধারা (১) লঙ্ঘন করিলে উহা হইবে একটি অপরাধ এবং তৎজন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ, অনূর্ধ্ব ২ (দুই) বছর কারাদণ্ড বা অনূর্ধ্ব ২ (দুই) লক্ষ টাকা অর্থ দণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডণীয় হইবেন।

৫১। অনুমতি ব্যতীত বে-ক্রসিং ও উপকূলীয় এলাকায় অভ্যন্তরীণ নৌযান চলাচল নিষিদ্ধ—(১) নিবন্ধকের নিকট হইতে লিখিত অনুমতি ব্যতিরেকে কোনো অভ্যন্তরীণ নৌযান উপকূলীয় এলাকায় চলাচল বা বে-ক্রস করে নৌযাত্রা করিতে পারিবে না বা কোনো সার্ভিসের জন্য ব্যবহার করা যাইবে না।

(২) মহাপরিচালক কর্তৃক নির্ধারিত শর্তাদি ও পদ্ধতি অনুযায়ী নিবন্ধক উপধারা (১)-এর অধীন উপকূলীয় এলাকায় চলাচলের ও বে-ক্রসিং-এর জন্য এই উদ্দেশ্যে লিখিত অনুমতি প্রদান করিতে পারিবে।

(৩) উপকূলীয় এলাকায় বা বে-ক্রসিং করে চলাচলের অনুমতি ধারা ১৪-এর অধীন প্রদত্ত জরিপ সনদের মেয়াদ পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে।

(৪) সরকার অনূর্ধ্ব ৩ (তিন) মাসের জন্য কোনো অভ্যন্তরীণ নৌযানকে এই ধারার ক্রিয়াকলাপ হইতে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবে।

(৫) উপধারা (১) লঙ্ঘন করিলে উহা হইবে একটি অপরাধ এবং তৎজন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ, অনূর্ধ্ব ২ (দুই) বছর কারাদণ্ড বা অনুর্ধ ২ (দুই) লক্ষ টাকা অর্থ দণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডণীয় হইবেন।

৫২। বেতার যোগাযোগ ও নেভিগেশন যন্ত্রপাতি ব্যতীত নৌ-যাত্রা নিষিদ্ধ—

(১) অভ্যন্তরীণ নৌযান কোন নৌযাত্রা বা কাজে ব্যবহৃত হইবে না যদি না ইহা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত টেলিকমিউনিকেশন যন্ত্রপাতি দ্বারা সজ্জিত থাকে।

(২) সরকার এই ধারার শর্তাদি হইতে যে কোন শ্রেণীর অভ্যন্তরীণ নৌযানকে অব্যাহতি দিতে পারিবে, যদি মনে হয় যে, যে নৌযাত্রা নিয়োজিত আছে তার প্রকৃতি এইরূপ যে যেখানে টেলিকমিউনিকেশন যন্ত্রপাতি স্থাপন অযৌক্তিক বা অপ্রয়োজনীয়।

(৩) উপধারা (১) লঙ্ঘন করিলে উহা হইবে একটি অপরাধ এবং তৎজন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ, অনূর্ধ্ব ২ (দুই) বছর কারাদণ্ড বা অনূর্ধ্ব ২ (দুই) লক্ষ টাকা অর্থ দণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

৫৩। ঝড়ের সংকেত থাকাবস্থায় নৌ-যাত্রা নিষিদ্ধ—

(১) কেবলমাত্র দুর্ঘটনাকবলিত কোন নৌযান অথবা ব্যক্তির সাহায্যার্থে ব্যতীত কোন অভ্যন্তরীণ নৌযান, কোন নৌযাত্রা করিবে না বা বাণিজ্যিক কার্যে ব্যবহৃত হইবে না, যখন ঝড়ের বিপদসূচক সংকেত প্রদর্শিত হয় বা ঘোষিত হয় অথবা যেখানে ঝড়ঝঞ্জার আশঙ্কা থাকে।

(২) উপধারা (১) লঙ্ঘন করিলে উহা হইবে একটি অপরাধ এবং তৎজন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ, সর্বোচ্চ দন্ড হিসেবে, অনূর্ধ্ব ৫ (পাঁচ) বছর কারাদণ্ড বা ৩ (তিন) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

৫৪। দুর্ঘটনা কবলিত জাহাজকে সাহায্য প্রদান—(১) কোনো নৌযান দুর্ঘটনাকবলিত হইলে উক্ত নৌযানের আশেপাশে দৃশ্যমান সকল নৌযানকে নিজ নিরাপত্তা বিঘ্নিত না হইলে দুর্ঘটনাকবলিত নৌযানের সাহায্যের জন্য তাৎক্ষণিকভাবে আগাইয়া যাইতে হইবে এবং উদ্ধার কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করিতে হইবে।

(২) উপধারা (১) লঙ্ঘন করিলে উহা হইবে একটি অপরাধ এবং তৎজন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ, অনূর্ধ্ব ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা সনদ, অনুমতি ইত্যাদি বাতিল বা উভয় দন্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

৫৫। বিস্ফোরণ, অগ্নিকান্ড ইত্যাদির বিরুদ্ধে নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা-

(১) অগ্নিকান্ড, বিস্ফোরণ বা সংঘর্ষ ইত্যাদি প্রতিরোধের জন্য নিয়মানুযায়ী জীবন- রক্ষাকারী যন্ত্রপাতি, অগ্নি নির্বাপক সরঞ্জাম এবং অন্যান্য সরঞ্জাম দ্বারা সজ্জিত বা প্রস্তুত না করা পর্যন্ত কোন অভ্যন্তরীণ নৌযান বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে কোন অভ্যন্তরীণ নৌযাত্রায় বা কাজে ব্যবহৃত হইবে না।

(২) প্রতিটি অভ্যন্তরীণ নৌযানে নিরাপদ ও নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি বাস্তবায়ন করিতে হইবে যাহা বাৎসরিক জরিপের সময় পরীক্ষা করিতে হইবে এবং কোনো নৌযানে নিরাপদ ও নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি যথাযথ পাওয়া না গেলে জরিপ সনদ জারি করা যাইবে না।

(৩) উপধারা (১) লঙ্ঘন করিলে উহা হইবে একটি অপরাধ এবং তৎজন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ, ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থ দন্ড বা সনদ, অনুমতি ইত্যাদি বাতিল বা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

৫৬। সংঘর্ষ, ইত্যাদি এড়ানোর বিধি অনুসরণ—(১) প্রত্যেক অভ্যন্তরীণ নৌযান সকল অবস্থায় সংঘর্ষ এড়ানোর অথবা দিক নিয়ন্ত্রণ ও নেভিগেশন-সম্পর্কিত নির্ধারিত বিধি অনুসরণ করিবে।

(২) উপধারা (১) লঙ্ঘন করিলে উহা হইবে একটি অপরাধ এবং তৎজন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ, অনূর্ধ্ব ৩ (তিন) বছর কারাদন্ড বা অনূর্ধ্ব ৩ (তিন) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

৫৭। বিপজ্জনক মালামাল পরিবহন—(১) নির্ধারিত নিয়ম অনুসরণ এবং সেইমতে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ ব্যতীত কোনো অভ্যন্তরীণ নৌযান কোনো বিপজ্জনক মালামাল বহন করিতে পারিবে না।

(২) কোনো ব্যক্তি –

ক) কোনো অভ্যন্তরীণ নৌযানের মালিক বা মাস্টারের বিনা অনুমতিতে নৌযানে কোনো বিপজ্জনক মালামাল বহন করিতে পারিবে না; অথবা

খ) প্যাকেট বা পাত্রের বাহিরে ঐসব মালামালের বর্ণনা ও প্রকৃতি লিখিত না থাকিলে এবং উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতীত কোনো বিপজ্জনক মালামাল বহন করিবার নিমিত্ত কোনো নৌযানে আনা-নেওয়া যাইবে না।

(৩) যদি কোনো অভ্যন্তরীণ নৌযানের মালিক বা মাস্টার এই মর্মে সন্দেহ পোষণ করেন বা সন্দেহ পোষণ করিবার কারণ থাকে যে, কোনো লাগেজ বা পার্সেল যাহা নৌযানে নেওয়া হইয়াছে অথবা নৌযানে নামানো হইয়াছে উহার মধ্যে বিপজ্জনক মালামাল রহিয়াছে, তাহা হইলে তিনি প্রয়োজন মনে করিলে—

(ক) নৌযানে উহা বহন করিতে অসম্মতি প্রকাশ করিতে পারিবেন;

(খ) উক্ত লাগেজ বা পার্সেলের জিনিসপত্র খুলিয়া দেখিতে পারিবেন; এবং

(গ) যদি উহা পরিবহনের জন্য গ্রহণ করা হইয়া থাকে, তবে যতক্ষণ পর্যন্ত না উহার ভিতরের মালামাল সম্পর্কে নিশ্চিত হন, ততক্ষণ পর্যন্ত উহার চালান বন্ধ রাখিতে পারিবেন।

(৪) এই ধারার বিধান অমান্য করিয়া কোনো বিপজ্জনক মালামাল নৌযানে বোঝাই করা হইলে মালিক বা মাস্টার সংগত মনে করিলে উক্ত মালামাল নৌযান হইতে নামাইয়া দিতে পারিবেন।

(৫) কোনো অভ্যন্তরীণ নৌযানে কোনো প্রকার বিপজ্জনক মালামাল বহন করা যাইবে না যদি উক্ত নৌযানের ইনল্যান্ড ইঞ্জিনিয়ার, মাস্টার এবং ড্রাইভারদের বিপজ্জনক মালামালের হ্যান্ডেলিং ও জরুরি অবস্থা মোকাবিলা-সংক্রান্ত বিশেষ প্রশিক্ষণ না থাকে।

(৬) উপধারা (১) বা উপধারা (৫) লঙ্ঘন করিলে উহা হইবে একটি অপরাধ এবং তৎজন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ, অনূর্ধ্ব ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা বা সনদ, অনুমতি ইত্যাদি বাতিল বা উভয় দন্ডে দন্ডণীয় হইবেন।

৫৮। নৌপথে বিঘ্ন সৃষ্টি করা নিষিদ্ধ-

(১) কোন ব্যক্তি-

(ক) মাছ ধরার জাল পাতিয়া বা অন্য কোন উপায়ে নাব্য নৌ-পথে কোন অভ্যন্তরীণ নৌযানের চলাচলের বিঘ্ন সৃষ্টি করিতে পারিবে না;

(খ) নৌ-চলাচলের পথে স্থাপিত বয়া, বীকন বা এরূপ যন্ত্রপাতি বা চিহ্ন কোনক্রমেই ক্ষতি, ধ্বংস বা প্রত্যাহার করিতে পারিবে না।

(২) উপধারা (১) লঙ্ঘন করিলে উহা হইবে একটি অপরাধ এবং তৎজন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ, অনূর্ধ্ব ১ বছর কারাদন্ড বা অনুর্ধ ২ (দুই) লক্ষ টাকা অর্থ দন্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডণীয় হইবেন এবং বাধাদানকারী বস্তু বাজেয়াপ্ত করা যাইবে।

৫৯। যাত্রীবাহী নৌযানে অতিরিক্ত যাত্রী এবং উপরের ডেকে মালামাল বহন না করা, ইত্যাদি—(১) কোনো অভ্যন্তরীণ নৌযান বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে যাত্রী পরিবহণের কার্যে ব্যবহৃত হইলে, উক্ত নৌযানে নিম্নবর্ণিত যাত্রী ও মালামাল বহন করা যাইবে না—

(ক) জরিপ সনদপত্রে নির্ধারিত সংখ্যার অতিরিক্ত যাত্রী;

(খ) খোলা ছাদের ছাদের উপরে কোনো যাত্রী;

(গ) উপরের ডেকে কোনো মালামাল;

(ঘ) যাত্রী নিরাপত্তা ও পরিবহন সংক্রান্ত বিধান লঙ্ঘিত হয় এইরূপে যাত্রী বা মালামাল; এবং

(ঙ) অননুমোদিত কোনো স্থানে কোনো যাত্রী বা মালামাল।

(২) কোনো যাত্রীবাহী নৌযানে, বন্দর, জেটি বা পন্টুন হইতে গ্যাংওয়ে ব্যতীত অন্য কোনো পথে বা নৌকা দিয়া বা পার্শ্ববর্তী নৌযান দিয়া আরোহণ বা অবতরণ করা যাইবে না অথবা এই ধরণের আরোহণ বা অবতরণে সহায়তা করা যাইবে না এবং নৌযানের মাস্টার ও নাবিককে এ ধরনের কার্যক্রম প্রতিরোধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

(৩) উপধারা (১) বা উপধারা (২) লঙ্ঘন করিলে উহা হইবে একটি অপরাধ এবং তৎজন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ, অনূর্ধ্ব ২ (দুই) লক্ষ টাকা বা সনদ, অনুমতি ইত্যাদি বাতিল বা উভয় দন্ডে দন্ডণীয় হইবেন।

৬০। অভ্যন্তরীণ নৌযানে অনুচিতভাবে মালামাল বোঝাইয়ের জন্য দন্ড -

(১) কোন অভ্যন্তরীণ নৌযানের মালিক অথবা প্রতিনিধি যদি মালামাল উঠানো- নামানোর সময় নৌযানে অথবা টার্মিনালে উপস্থিত থাকে, তবে তাহারা অথবা মাস্টার অথবা উভয়ই অভ্যন্তরীণ নৌযানে এইরূপভাবে মালামাল বোঝাই করিতে পারিবেন না, যাহার দরুন উক্ত নৌযানের বা নৌযানে অবস্থিত জীবন ও সম্পত্তি বিপদাপন্ন হইতে পারে ।

(২) উপধারা (১) লঙ্ঘন করিলে উহা হইবে একটি অপরাধ এবং তৎজন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ, অনূর্ধ্ব ২ বছর কারাদন্ড বা অনূর্ধ্ব ৩ (তিন) লক্ষ টাকা অর্থ দন্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডণীয় হইবেন।

৬১। অতিরিক্ত মালামাল (কঠিন, তরল, বায়বীয় অথবা খোলা অবস্থায় স্তূপাকার) বোঝাইয়ের দন্ড -

(১) কোন অভ্যন্তরীণ নৌযানের মালিক অথবা প্রতিনিধি নৌযাত্রার সময়, মালামাল উঠানামার সময় অথবা টার্মিনালে উপস্থিত থাকাকালীন অথবা মাস্টার নৌযানের নিবন্ধন সনদে উল্লিখিত লোড লাইন মার্কের অতিরিক্ত মালামাল বহন করিতে পারিবে না।

(২) উপধারা (১) লঙ্ঘন করিলে উহা হইবে একটি অপরাধ এবং তৎজন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ, অনূর্ধ্ব ২ বছর কারাদন্ড বা একশ পঞ্চাশ গ্রসটন পর্যন্ত ধারণক্ষমতা সম্পন্ন অভ্যন্তরীণ নৌযান ৫০(পঞ্চাশ) হাজার টাকা; এবং একশ পঞ্চাশ গ্রসটন-এর উর্ধ্ব ধারণক্ষমতা সম্পন্ন অভ্যন্তরীণ নৌযানের ক্ষেত্রে ২ (দুই) লক্ষ টাকা বা উভয় দন্ডে দন্ডণীয় হইবেন।

৬২। বীমা এবং নৌ-দুর্যোগ তহবিল ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য হওয়া ব্যতীত নৌযাত্রা নিষিদ্ধ—(১) বাংলাদেশে জীবন-বীমা ব্যবসায় নিয়োজিত জীবন-বীমা কোম্পানী কর্তৃক যাত্রী এবং নাবিকগণের জীবন বীমা না করিয়া অথবা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে গঠিত নৌ-দুর্যোগ তহবিল ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য না হইয়া অভ্যন্তরীণ নৌযান নৌ-যাত্রা করিতে পারিবে না।

(২) কোনো অভ্যন্তরীণ নৌযান, বাংলাদেশে সাধারণ বীমা ব্যবসায় নিয়োজিত কোনো বীমা কোম্পানির নিকট হইতে দূষণ, সংঘর্ষ এবং ডুবন্ত নৌযান বা ধ্বংসাবশেষ অপসারণ -এর দায়সংক্রান্ত বীমা না করিয়া অথবা সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কোনো দায়বদ্ধতার ট্রাস্ট ফান্ড এর সদস্য না হইয়া চলাচল করিতে পারিবে না এবং বীমার পরিমাণ সরকার নির্ধারণ করিয়া সরকারি গেজেটে উহা প্রকাশ করিবে।

(৩) উপধারা (১) বা উপধারা (২) লঙ্ঘন করিলে উহা হইবে একটি অপরাধ এবং তৎজন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ, অনূর্ধ্ব ২ বছর কারাদণ্ড বা অনূর্ধ্ব ২ (দুই) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

৬৩। যাত্রী ও মালের সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন ভাড়ার হার—(১) কর্তৃপক্ষ অভ্যন্তরীণ নৌ-পথে গন্তব্য স্থলের দূরত্ব ও নৌযানের শ্রেণি অনুযায়ী সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা—

ক) বিভিন্ন শ্রেণির যাত্রীদের মাইল প্রতি সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন ভাড়ার হার;

খ) যে-কোনো ধরনের মালামাল পরিবহণের সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন ভাড়ার হার; এবং

গ) যেখানে মালামাল ও যাত্রীর সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন ভাড়ার হার নির্ধারণ করা হইয়াছে সেখানে ভাড়া নির্ধারণে অভ্যন্তরীণ নৌপথের দুইটি স্থানের মধ্যে দূরত্ব কত বলিয়া গণ্য হইয়াছে তাহা ঘোষণা করিতে পারিবে।

৬৪। যাত্রী ও মালামাল পরিবহনের ভাড়ার তালিকা প্রকাশ—(১) কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে নির্দেশনা প্রাপ্তির পর কোনো অভ্যন্তরীণ নৌযানের মালিক জনগণের সুবিধার্থে উক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত একটি তালিকা প্রয়োজন অনুযায়ী প্রকাশ করিবে, যাহাতে—

(ক) নৌযানটির বিভিন্ন স্থান হইতে যাত্রার সময়সূচি;

(খ) বিভিন্ন শ্রেণির যাত্রীদের বিভিন্ন স্থানে পরিবহণের ভাড়ার হার; এবং

(গ) বিভিন্ন প্রকারের মালামাল বিভিন্ন স্থানে পরিবহণের জন্য ভাড়ার হার, প্রদর্শিত হইবে।

(২) যেসকল অভ্যন্তরীণ নৌযানে উপধারা (১)-এর বিধান অনুযায়ী তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে তাহার মালিক বা মাস্টার উহার একটি কপি নৌযানের এমন প্রকাশ্য স্থানে সাঁটাইয়া রাখিবেন যাহাতে উহার মেয়াদ থাকাকালীন এবং নৌযানটি ব্যবহারকালীন উক্ত তালিকার বিষয়বস্তু সর্বসাধারণ সহজে পড়িতে পারেন।

(৩) উপধারা (১)-এর বিধান সত্ত্বেও সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্তৃপক্ষ, প্রয়োজনে জনসাধারণের নিকট টিকিট বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে একটি সমন্বিত ভাড়ার তালিকা প্রকাশ করিতে পারিবে এবং এইরূপ তালিকায় উপধারা (১)-এর দফা (ক), (খ) এবং (গ)-তে উল্লিখিত তথ্য থাকিবে।

(৪) উপধারা (২) লঙ্ঘন করিলে উহা হইবে একটি অপরাধ এবং তৎজন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ, অনূর্ধ্ব ৬ মাস কারাদণ্ড বা অনূর্ধ্ব ১ (এক) লক্ষ টাকা অর্থ দণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডণীয় হইবেন।

৬৫। যাত্রী চলাচল ও মালামাল পরিবহন নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা—(১) সরকার, কোনো বিশেষ পরিস্থিতি মোকাবেলায় কোন নৌ-পথে যাত্রী ও মালামাল চলাচল নিয়ন্ত্রণ এবং অভ্যন্তরীণ নৌযানের সুনির্দিষ্ট রুট এবং সময় নির্ধারণ অপরিহার্য মনে করিলে, যথাযথ কর্তৃপক্ষকে এই সংক্রান্ত নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষ যে-কোনো অভ্যন্তরীণ নৌযানের মালিক বা মাস্টারকে এই মর্মে লিখিত আদেশ প্রদান করিতে পারিবে যে—

(ক) উক্ত নৌযানটি আদেশে উল্লিখিত সময়ে এবং নির্দিষ্ট রুটে বা রুটসমূহে চলাচল করিবে; এবং

(খ) নৌযানটি কেবল উক্ত আদেশে উল্লিখিত পরিবহন কার্যে ব্যবহৃত হইবে।

(২) উপধারা (১) লঙ্ঘন করিলে উহা হইবে একটি অপরাধ এবং তৎজন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ, অনূর্ধ্ব ২ (দুই) বছর কারাদণ্ড বা অনূর্ধ্ব ২ (দুই) লক্ষ টাকা অর্থ দণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডণীয় হইবেন।

৬৬। মালামাল, ইত্যাদি গ্রহণ এবং হস্তান্তরের সুবিধাদি— (১) সকল অভ্যন্তরীণ নৌযানের মালিক বা মাস্টার—

(ক) যে সকল মালামাল তাহার নৌযানে বহন করা হইবে সেইগুলি গ্রহণে, প্রেরণে এবং নামানো কাজে এবং যেইক্ষেত্রে অন্য নৌযানের সাথে ট্রান্সশিপমেন্টের চুক্তি থাকে, তাহাতে শিপমেন্টের কাজে যুক্তিসংগত সুযোগ- সুবিধা প্রদান করিবে; এবং

(খ) এইরূপ গ্রহণ, প্রেরণ, নামানো বা শিপমেন্টের সময় ব্যক্তিবিশেষ, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান অথবা মালামালের শ্রেণির মধ্যে বৈষম্য প্রদর্শন করিবে না ।

(২) উপধারা (১) লঙ্ঘন করিলে উহা হইবে একটি অপরাধ এবং তৎজন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ, অনূর্ধ্ব ২ বছর কারাদণ্ড বা অনূর্ধ্ব ২ (দুই) লক্ষ টাকা অর্থ দণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডণীয় হইবেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

অভ্যন্তরীণ নৌপথকে দূষণ হইতে রক্ষা

৬৭। অভ্যন্তরীণ নৌ-পথের পরিবেশ দূষণ নিষিদ্ধ-(১) অভ্যন্তরীণ নৌপথে বা আশেপাশে চলাচলকারী নৌযান অথবা নৌযানের স্থাপনা নির্ধারিত দূষণ প্রতিরোধ ব্যবস্থা ব্যতিরেকে ব্যবহৃত হইবে না এবং অভ্যন্তরীণ নৌযানের ক্রিয়াকলাপ এইরূপ ভাবে পরিচালনা করা যাইবে না যাহাতে অভ্যন্তরীণ নৌপথের পরিবেশ দূষণ হইতে পারে।
(২) মালিক অথবা মাস্টারের নিকট হতে আবেদনপত্র ও নির্ধারিত ফি পাওয়ার পর সকল অভ্যন্তরীণ নৌযানকে সার্ভেয়ার (জরিপকারক) কর্তৃক বছরভিত্তিক নবায়নযোগ্য দূষণ প্রতিরোধ সনদ প্রদান করা হইবে;
(৩) যাত্রী, মাস্টার, কর্মকর্তা এবং ক্রুসহ ১২ জনের অধিক ব্যক্তি বহনকারী সকল অভ্যন্তরীণ নৌযানে নৌ পরিবহন অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত সুপেয় পানি এবং পয়ঃব্যবস্থা থাকিতে হইবে;
(৪) অভ্যন্তরীণ নৌযান হইতে অভ্যন্তরীণ নদীপথে দূষণ নিষিদ্ধ, নিম্নে বর্ণিত ক্ষেত্র ব্যতীত যখন:
(ক) অভ্যন্তরীণ নৌযান হতে নৌ পরিবহন অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত পন্থায় বর্জ্য খালাসের ব্যবস্থা থাকে;
(খ) অভ্যন্তরীণ নৌযানে নৌপরিবহন অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত বর্জ্য সংরক্ষণের কার্যকর ব্যবস্থা থাকে;
(গ) নৌযান এবং উহার উপরের জীবন রক্ষার প্রয়োজনে বর্জ্য খালাস আবশ্যক হয়;
(ঘ) নৌযান বা উহার যন্ত্রপাতির ক্ষতি সাধিত হইবার ফলে যদি বর্জ্য খালাস ন্যূনতম পর্যায়ে রাখার সকল প্রকার যুক্তিসংগত সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার পরও ক্ষতি সাধিত হওয়ায় দূষণ সংঘটিত হয়;
(ঙ) নির্দিষ্ট দূষণকারী ঘটনা মোকাবিলার লক্ষ্যে এবং দূষণজনিত ক্ষতির পরিমাণ কমানোর লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে বর্জ্য খালাস করা হয়।

আলোচ্য ধারায় দূষণ বলিতে পানি, মাটি, বায়ুর এমন কলুষিতকরণকে বুঝায় বা প্রাকৃতিক, রাসায়নিক, জৈবিক গঠনের এমন পরিবর্তনকে বুঝায় যখন মাটি, পানি বা বায়ুর শব্দ, নির্ধারিত শব্দমাত্রাসহ স্বাভাবিক তাপমাত্রা, স্বাদ, বর্ণ, গন্ধ, ঘনত্ব ইত্যাদি বা অন্য যে কোন স্বাভাবিক অবস্থার পরিবর্তন সাধিত হয়; অথবা পরিবেশ দূষণ সাধিত হয় বা হুমকির সম্মুখীন হয়; অথবা যে কোন তরল বায়বীয়, কঠিন পদার্থ, তেজস্ক্রিয় বা অপচনশীল বর্জ্য, পয়ঃমল নিঃসরণ যা বায়ু, পানি, মাটি বা পরিবেশের এমন পরিবর্তন বা দূষণের হুমকির সম্মুখীন হয় যাহাতে গৃহপালিত পশু, পাখি, বন্য জীবজন্তু পোকামাকড়, মাছ, গাছপালা বা অন্য যে কোন ধরনের প্রাণীর অনিষ্ট সাধিত ক্ষতিকর, অগ্রহণযোগ্য হয়; যাহাতে এগুলির উপকারিতা হইতে মানুষ বঞ্চিত হয়, জনস্বার্থের, জনস্বাস্থ্যের ক্ষতি সাধিত হয়; গৃহস্থালি, ব্যবসায়িক, কলকারখানা, শিল্প, কৃষিকাজ, বিনোদন বা অন্য যে কোন ধরনের উপযোগিতা বা উপকারিতা হইতে বঞ্চিত হয় এমন অবস্থাকে বুঝাইবে ।

(৫) নৌযান মালিকগণকে পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধ সনদ সংগ্রহ করিতে হইবে:
(ক) পুরাতন নৌযানের ক্ষেত্রে কার্যকর হওয়ার তিন বছরের মধ্যে;
(খ) নতুন প্রস্তুত নৌযানের ক্ষেত্রে কার্যকর হওয়ার অব্যবহিত পর।

(৬) অভ্যন্তরীণ নৌপথের কোথাও কোনো দূষণের ঘটনা ঘটিলে তাহা দেখা মাত্র বা যে-কোনো বিশ্বস্তসূত্রে জানামাত্র ঘটনাস্থলে বা সংলগ্ন এলাকায় থাকা সকল নৌযানের মাস্টার বন্দর কর্তৃপক্ষ, নৌসংশ্লিষ্ট স্থাপনার লোকজন, নৌপরিবহন অধিদপ্তর, বাংলাদেশ কোস্টগার্ড, বিআইডব্লিউটিএ ও স্থানীয় প্রশাসনকে অবহিত করিবেন।

(৭) উপধারা (১) বা উপধারা (২) বা উপধারা (৩) বা উপধারা (৪) বা উপধারা (৫) লঙ্ঘন করিলে উহা হইবে একটি অপরাধ এবং তৎজন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ অনূর্ধ্ব ১ (এক) বছর কারাদণ্ড বা অনূর্ধ্ব ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থ দণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডণীয় হইবেন।

(৮) দণ্ড প্রদানকারী সংশ্লিষ্ট আদালত উপধারা (৭) এর অধীন দণ্ড প্রদানের অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণ হিসাবে পরিষ্কারকরণ অথবা দূষণের বিস্তার নিয়ন্ত্রণ অথবা নিরসণের ব্যবস্থা গ্রহণের প্রকৃত ব্যয় আদায় করিতে পারিবে।

(৯) এই ধারায় বর্ণিত কোন কার্যের দরুন সংঘটিত পরিবেশগত ক্ষতির বিস্তৃতি এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট খরচাদি এতদূদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক গঠিত কমিটি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

৬৮। পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধ সনদ নৌযানে রাখিতে হইবে- ধারা ৬৭ এ উল্লিখিত পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধ সনদ সকল সময়ে নৌযানে বহন করিতে হইবে; এবং উহা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মনোনীত ব্যক্তির পরিদর্শনের লক্ষ্যে উন্মুক্ত থাকিবে।

সপ্তম অধ্যায়

অপরাধ তদন্ত, বিচার ইত্যাদি

৬৯। অপরাধসমূহের বিচার-(১) যেখানে ৪৯ নং ধারায় (১) বা (৩) উপধারা মোতাবেক প্রদত্ত প্রতিবেদন বিবেচনা করিয়া কর্তৃপক্ষ এই মতামত পোষণ করে যে, এই আইনের কোন ধারা অথবা অন্য কোন আইন ভঙ্গ করিবার দরুন এইরূপ দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে এবং তাহার বিচার হওয়া উচিত, তাহা হইলে সরকার ৪৯ নং ধারার (১) উপধারা অনুযায়ী তদন্তকারী জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা উপজেলা নির্বাহী অফিসার বা ৪৯ নং ধারার (৩) উপধারা অনুযায়ী তদন্তকারী অফিসারকে রিপোর্টটি বিচারার্থে পেশ করিতে নির্দেশ দিতে পারে—
(ক) কোন প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে, যাহার এক্তিয়ারাধীনে এ দুর্ঘটনাটি ঘটিয়াছিল; অথবা
(খ) ৭০ নং ধারা অনুসারে গঠিত নৌ-আদালতে।

(২) (১) নং উপধারানুযায়ী প্রস্তুত প্রতিবেদনে থাকিবে-
(ক) অভিযুক্ত ব্যক্তিদের নাম, যাদের বিচারের জন্য সোপর্দ করা হইবে;
(খ) ঘটিত অপরাধ সম্পর্কে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ; এবং
(গ) প্রত্যেক অভিযোগের সপক্ষে উপস্থিত করা হইবে এমন সাক্ষীদের তালিকা:

তবে দফা (গ) মোতাবেক সাক্ষীগণের তালিকা দাখিল সত্ত্বেও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা উপজেলা নির্বাহী অফিসার অথবা ৪৮ নং ধারার (৩) উপধারা মোতাবেক নিযুক্ত তদন্তকারী কর্মকর্তা অথবা প্রসিকিউশন কর্তৃক বিচারের পরবর্তী পর্যায়ে অতিরিক্ত সাক্ষীর তালিকা দাখিলে বাধা হইবে না।

৭০। নৌ-আদালতের গঠন ইত্যাদি:—(১) সরকার এই আইনের অধীন শাস্তিযোগ্য অপরাধ বিচারের লক্ষ্যে **প্রথম শ্রেণির জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট** সমন্বয়ে এক বা একাধিক নৌ আদালত গঠন করিতে পারিবে।

(২) একাধিক আদালত গঠনের ক্ষেত্রে, সরকার সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, উক্ত আদালতসমূহের এক্তিয়ার নির্ধারণ করিবে।

(৩) এই আইনের অধীন শাস্তিযোগ্য অপরাধ বিচারকারী প্রত্যেক নৌ আদালত ন্যুনতম দুইজন অথবা অনূর্ধ্ব চারজন ন্যায়নির্ধারক উপদেষ্টা এর সহায়তা গ্রহন করিতে পারিবেন যাহাদের মধ্যে একজনকে নৌ-বিষয়াদির উপর ওয়াকিবহাল হইতে হইবে এবং অন্যজনকে বা অন্যদেরকে অভ্যন্তরীণ জাহাজ চালনা অথবা নৌ-বাণিজ্য অথবা ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়াদির উপর ওয়াকিবহাল হইতে হইবে।

(৪) নৌ-আদালতের প্রতিটি ন্যায়নির্ধারক উপদেষ্টা আদালতের সংশ্লিষ্ট ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট পর্যাপ্ত কারণে অনুমতি সাপেক্ষে অনুপস্থিত থাকা ছাড়া, তিনি প্রতিটি প্রসিডিং-এ আদালতে উপস্থিত থাকিবেন এবং তিনি লিখিতভাবে তাহার মতামত প্রদান করিবেন যাহা প্রসিডিং-এ রেকর্ড রাখিতে হইবে।

৭১। নৌ-আদালত প্রথম শ্রেণির জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এর ক্ষমতাসম্পন্ন হইবে—নৌ-আদালত ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮ অনুযায়ী **প্রথম শ্রেণির জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট** কে প্রদত্ত সমান ক্ষমতার অধিকারী হইবেন।

৭২। বিচার পদ্ধতি— এই অধ্যায় মোতাবেক বিচারের উদ্দেশ্যে গঠিত আদালত, যাহা ৬৯ নং ধারার (১) উপধারাতে উল্লিখিত উভয় আদালতকে বুঝায়, ফৌজদারী কার্যবিধি ১৮৯৮ (১৮৯৮ সালের পঞ্চম আইন) এর আওতাধীন সংক্ষিপ্ত বিচারের বিধি যতদূর সম্ভব অনুসরণপূর্বক বিচারকার্য পরিচালনা করিবে।

৭৩। সাক্ষীদের গ্রেফতার-(১) এই অধ্যায় মোতাবেক বিচারকার্যে নিয়োজিত আদালত যদি সাক্ষ্যের জন্য কোন ব্যক্তির উপস্থিতি প্রয়োজন মনে করে, তাহার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করিতে পারে, গ্রেফতার কার্যকর করিবার জন্য যে কোন পুলিশ অফিসারকে যে কোন অভ্যন্তরীণ নৌযান বা উহার অংশে প্রবেশ করার অনুমোদন প্রদান করিতে পারিবে।

(২) ১ নং উপধারা মোতাবেক কোন অভ্যন্তরীণ নৌযানের প্রবেশাধিকারপ্রাপ্ত কোন পুলিশ অফিসার ইচ্ছা করিলে প্রবেশাধিকার কার্যকর করিবার উদ্দেশ্যে তাহার সাহায্যার্থে যে কোন পুলিশ অফিসার অথবা কাস্টমস কর্মকর্তা অথবা অন্য কোন ব্যক্তিকে আহবান করিতে পারিবে এবং গ্রেপ্তার কার্যকর করিবার যুক্তিসঙ্গত প্রয়োজনে নৌযানটিকে সর্বোচ্চ ৪৮ (আটচল্লিশ) ঘন্টা আটক ও বিলম্বিত করাইতে পারিবে।

৭৪। অযোগ্যতা, ইত্যাদি অভিযোগ তদন্তের ক্ষমতা—(১) এই অধ্যায়ের অধীন বিচারকার্যে নিয়োজিত কোনো আদালত, বিচার চলাকালীন কোনো মালিক, মাস্টার, ইঞ্জিনিয়ার, ইঞ্জিন ড্রাইভার বা এই আইনের অধীন কোনো সনদধারী বা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির অদক্ষতা, অসদাচরণ, ভুল কার্য বা ব্যর্থতার বিষয়ে আনীত সম্ভাব্য কোনো অভিযোগ তদন্ত করিতে পারিবে যাহা ঐ দুর্ঘটনা ঘটিতে অবদান রাখিয়াছে।

(২) আদালত উপধারা (১)-এর অধীন অভিযোগ তদন্তের প্রয়োজনে কোনো ব্যক্তিকে হাজির হইবার সমন জারি করিতে পারিবে এবং তাঁহাকে ব্যক্তিগতভাবে বা অন্যথায় আত্মপক্ষ সমর্থনের পূর্ণ সুযোগ প্রদান করিতে করিবে।

৭৫। আদালতের বিশেষ ক্ষমতা—(১) ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮-এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই অধ্যায়ের আওতায় যে-কোনো অপরাধের বিচারকার্য পরিচালনাকারী কোনো আদালত, ঐ অপরাধের জন্য এই আইনে উল্লিখিত যে-কোনো শাস্তি প্রদান করিতে পারিবে।

(২) যখন কোনো নৌ-দুর্ঘটনায় জানমালের ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয় বা কোনো অভ্যন্তরীণ নৌযান ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং বিচার কার্যে নিয়োজিত আদালত নিশ্চিত হন যে, উক্ত দুর্ঘটনা ও ক্ষয়ক্ষতি অন্য কোনো নৌযান বা নৌযানের মালিক, মাস্টার বা অন্য কোনো নৌযান সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা নাবিকের অমনোযোগিতা, অদক্ষতা, অসদাচরণ বা অপরাধে সংঘটিত হইয়াছে, তাহা হইলে আদালত প্রয়োজনে উপধারা (১)-এর বিধান বা উহার অন্যান্য ক্ষমতার ব্যত্যয় না ঘটাইয়া মালিক বা মাস্টার বা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রত্যেককেই অনূর্ধ্ব ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণের আদেশ প্রদান করিতে পারিবে এবং ৩ (তিন) মাসের মধ্যে উক্ত ক্ষতিপূরণের অর্থ নিম্নবর্ণিতভাবে পরিশোধের নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন, যথা—

(ক) জীবনহানির ক্ষেত্রে, মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীগণকে;

(খ) কেহ আহত বা সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতির ক্ষেত্রে, আহত ব্যক্তি বা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত সম্পত্তির মালিককে; এবং

(গ) অন্য নৌযান ক্ষতিগ্রস্ত হইবার ক্ষেত্রে, উক্ত নৌযানের মালিককে।

(৩) ক্ষতিপূরণের এই আদেশ উপযুক্ত এখতিয়ার সম্পন্ন দেওয়ানি আদালতের ডিক্রির অনুরূপ কার্যকর হইবে এবং ক্ষতিপূরণের টাকা পরিশোধে ব্যর্থ হইলে সরকার প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট নৌযান বিক্রয় বা ক্রোক করিয়া ক্ষতিপূরণের অর্থ আদায় করিতে পারিবে।

৭৬। আদালত কর্তৃক সরকারকে অবহিতকরণ— এই অধ্যায় মোতাবেক বিচারকার্যে নিয়োজিত আদালত বিচারকার্য সম্পন্নের পর সরকারের নিকট উহার রেকর্ডকৃত সাক্ষ্য সংবলিত রায় সহকারে প্রতিবেদন পাঠাইবে এবং যদি নৌ-আদালত হয় তবে ন্যায়-নির্ধারক উপদেষ্টাদের (এসেসরদের) মতামতও উক্ত প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত হইবে।

৭৭। অপরাধের বিচার ও অন্যান্য সংঘটিত অপরাধসমূহের দণ্ড-

(১) এই আইনে অন্যরূপ কিছু না থাকিলে এই আইন মোতাবেক শাস্তিযোগ্য; তবে এই আইন বলে প্রণীত বিধি অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ ব্যতীত, সকল অপরাধের বিচার ১ম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট অথবা মেরিন কোর্ট ছাড়া সম্পন্ন হইবে না।

(২) যদি সরকার গেজেট বিজ্ঞপ্তি দ্বারা এতদ্বার্থে অন্য কোন স্থান নির্দিষ্ট করিয়া না দেয় তবে এই আইন মোতাবেক শাস্তিযোগ্য কোন অপরাধের বিচার (১) উপধারার শর্তসাপেক্ষে, স্থানীয় আদালত কর্তৃক যাহার এখতিয়ারাধীনে অপরাধ সংঘটিত হইয়াছে এবং অপরাধীকে পাওয়া যায়, তাহার দ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে।

(৩) এই আইনের যে সব ধারা ভঙ্গ করিলে তাহার নিমিত্ত এই আইনের অন্যত্র কোনো শাস্তির উল্লেখ নাই, কোনো ব্যক্তি সেই সব ধারা ইচ্ছাপূর্বক ভঙ্গ করিলে তাহার সর্বোচ্চ ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড হইবে।

৭৮। সম্পত্তি ক্রোক করিয়া জরিমানা আদায়— এই আইন মোতাবেক শাস্তিযোগ্য অপরাধের জন্য কোন অভ্যন্তরীণ নৌযানের মালিক বা মাস্টারকে জরিমানার আদেশ দেওয়া হইয়াছে; কিন্তু শাস্তিপ্রাপ্তরা জরিমানার অর্থ পরিশোধ করিতেছে না, সেই ক্ষেত্রে শাস্তি আরোপকারী আদালত প্রয়োজনে উক্ত জরিমানার অর্থ, সম্পত্তি ক্রোক এবং নৌযান বিক্রি করিয়া বা প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, সাজসরঞ্জাম বা ফার্নিচার বা সেখানে যাহা দরকারি, তাহা বিক্রি করিয়া জরিমানার অর্থ আদায় করিতে পারিবে।

৭৯। মোবাইল কোর্টের এক্তিয়ার— এই আইনের অন্য কোনো বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের অপরাধসমূহ মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ (২০০৯ খ্রিষ্টাব্দের ৫৯ নং আইন)-এর তফসিলভুক্ত করিয়া বিচার করা যাইবে।

৮০। জরিমানা বিষয়ে বিশেষ বিধান- ১৮৯৮ সালের (পঞ্চম আইন ১৮৯৮) ফৌজদারি কার্যবিধির ৩২ ধারায় যাহাই থাকুক না কেন যে কোন প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট এই আইনে উল্লিখিত অর্থদণ্ড আরোপ করিতে পারিবেন।

৮১। কোম্পানি, ইত্যাদি কর্তৃক সংঘটিত অপরাধসমূহ-

(১) কোন কোম্পানি কর্তৃক যদি এই আইনের আওতায় কোন অপরাধ সংঘটিত হইয়া থাকে, তবে ঐ অপরাধ সংঘটনের সময় যেসব ব্যক্তি ঐ কোম্পানির কার্য পরিচালনার জন্য ভারপ্রাপ্ত অথবা দায়িত্বপ্রাপ্ত থাকে সেই ক্ষেত্রে ঐ সকল ব্যক্তিও কোম্পানির মতই অভিযুক্ত বিবেচিত হইবে এবং তাহাদের বিচারে সোপর্দ ও শাস্তি প্রদান করা হইবে:

তবে, এই উপধারায় আরোপিত শাস্তি হইতে ঐ ব্যক্তি রেহাই পাইতে পারে- যদি সে প্রমাণ করিতে পারে যে, সংঘটিত অপরাধ তাহার অজান্তে ঘটিয়াছে অথবা এইরূপ সংঘটিত অপরাধ এড়ানোর জন্য সে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করিয়াছে।

(২) (১) উপধারায় যাহাই থাকুক না কেন, যদি কোন কোম্পানি কর্তৃক এই আইনের আওতায় কোন অপরাধ সংঘটিত হইয়া থাকে এবং ইহা প্রমাণিত হয় যে, উক্ত অপরাধ কোম্পানির কোন পরিচালক, ম্যানেজার, অথবা অন্য কোন কর্মকর্তার সম্মতিতে অথবা যোগসাজশে, অথবা গাফিলতির কারণে সংঘটিত হইয়াছে, সেই ক্ষেত্রে এইরূপ পরিচালক, ম্যানেজার, অথবা অন্য কোন কর্মকর্তা অভিযুক্ত বিবেচিত হইবে এবং বিচারে সোপর্দ ও শাস্তি প্রদান করা হইবে।

ব্যাখ্যা- এই ধারার উদ্দেশ্যকল্পে

(ক) "কোম্পানি" বলিতে কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এবং এর তৎপরবর্তী সংশোধনীতে সংজ্ঞায়িত কোনো কোম্পানি এবং নিম্নবর্ণিত সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে-

১। কোনো বিধিবদ্ধ সংস্থা যাহা আপাতত বলবৎ কোনো আইন দ্বারা বা উহার অধীনে গঠিত বা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে;

২। নিবন্ধিত বা অনিবন্ধিত কোনো অংশীদারি কারবার বা সমিতি; এবং

৩। নৌযানের মালিক অথবা অন্য কোনো সংস্থা বা ব্যক্তি যিনি ব্যবস্থাপক বা চার্টারার যিনি নৌযানের মালিকের নিকট হইতে নৌযান পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন;

(খ) "পরিচালক" বলিতে কোন ফার্মের ক্ষেত্রে উক্ত ফার্মের অংশীদারকে বুঝাইবে।

অষ্টম অধ্যায়

বিবিধ

৮২। আইনের প্রয়োগ হইতে অব্যাহতি প্রদান করিবার ক্ষমতা-

(১) সরকার অফিসিয়াল গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিয়া ঘোষণা করিতে পারিবে যে, বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত যে কোন অভ্যন্তরীণ নৌযানের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অধ্যায়ের ধারাসমূহ বা ঐ অধ্যায়সমূহের কোন কোন ধারা প্রযোজ্য হইবে না অথবা বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত পরিবর্তিতরূপে প্রযোজ্য হইবে।

(২) সরকার এই আইন মোতাবেক নিবন্ধিত নয়, এমন কোন বিদেশি জাহাজকে ২য় ও ৩য় অধ্যায়-এর শর্তসমূহ হইতে অব্যাহতি দিতে পারে এবং যে সকল শর্তে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ নৌ-পথে চলাচল করিতে পারিবে সরকার তাহাও নির্ধারণ করিয়া দিতে পারে।

৮৩। অভ্যন্তরীণ নৌবন্দরে নৌযানের পাইলট হিসাবে দায়িত্ব পালন-

(১) অভ্যন্তরীণ নৌযানের প্রত্যেক মাস্টার, যাহার নিকট এই আইন মোতাবেক মঞ্জুরীকৃত বৈধ যোগ্যতার সনদপত্র আছে, তিনি ১৯০৮ সালের বন্দর আইনের (১৯০৮ সালের ১৫ নং আইন) ৩০ ধারার উদ্দেশ্যে ঐ পোর্টে ঐ নৌযানের পাইলট হিসাবে পরিগণিত হইবেন। **তবে সমুদ্র বন্দরের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট চ্যানেলের জন্য প্রযোজ্য সনদধারী হইতে হইবে।**

৮৪। অভ্যন্তরীণ নৌযানের জরিপকারক ও নিবন্ধক সরকারি কর্মকর্তা হিসেবে গণ্য হইবেন—(১) এই আইন মোতাবেক নিযুক্ত প্রত্যেক সার্ভেয়ার (জরিপকারক), রেজিস্ট্রার (নিবন্ধক) এবং অন্যান্য অফিসার বাংলাদেশ দণ্ডবিধি (১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দের ৪৫ নং আইন) অনুসারে সরকারি কর্মচারী হিসাবে গণ্য হইবেন।

৮৫। আইনের বিধান পালন নিশ্চিতকরণে পরিদর্শন ও আটক সংক্রান্ত বিধান- (১) সরকার এই আইনের ধারাসমূহ এবং এই আইনমূলে প্রণীত বিধিমালা যথাযথ পালিত হইতেছে কি-না দেখার নিমিত্ত, যেইরূপ প্রয়োজন মনে করে, সেইরূপ কর্মকর্তা নিয়োগ করিতে পারিবে এবং এইরূপে নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ—

(ক) যে কোনো অভ্যন্তরীণ নৌযানে সকল যুক্তিসংগত সময়ে আরোহণ করিতে পারিবেন এবং উহার যে কোনো অংশ, যে কোন যন্ত্রপাতি, সরঞ্জামাদি মালামাল এবং যাত্রী পরিদর্শন করিতে পারিবেন;

(খ) উক্ত নৌযানটির নিবন্ধন সনদপত্র, জরিপ সনদপত্র, যোগ্যতার সনদপত্র, রুট পারমিট, ভাড়ার তালিকা, পণ্য ভাড়ার তালিকা, সময়সূচি এবং তাঁহার বিবেচনায় প্রয়োজনীয় অন্যান্য দলিলপত্রাদি দেখিতে বা দেখানোর জন্য বাধ্য করিতে পারিবে;

(গ) নৌযানটির মালিক বা মাস্টার বা সেইখানে কর্তব্যরত অন্য কোন ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদপূর্বক লিখিত জবানবন্দি গ্রহণ করিতে পারিবে;

(ঘ) অভ্যন্তরীণ নৌযান অতিরিক্ত যাত্রী বা সঠিক উপায়ে বোঝাই কিনা তা পরিদর্শন ও পরীক্ষা করিতে পারিবেন; এবং

(ঙ) **যে-কোনো নৌসংশ্লিষ্ট স্থাপনা অর্থাৎ ডকইয়ার্ড, শিপইয়ার্ড, স্লিপওয়ে, ওয়ার্কশপ, ডিপো, টার্মিনাল, ল্যান্ডিং স্টেশন বা অনুরূপ স্থাপনা, কর্তৃপক্ষ দ্বারা নির্ধারিত শর্তাদি মোতাবেক পরিচালিত হইতেছে কি না তাহা নিশ্চিতকরণে যে-কোনো যুক্তিসংগত সময়ে সেখানে প্রবেশ করিতে পারিবেন।**

(২) কোনো কর্মকর্তা এই ধারার (১) নং উপধারা মোতাবেক পরিদর্শনান্তে মনে করেন যে, কোন অপরাধ করা হইয়াছে, সেই ক্ষেত্রে তিনি এইরূপ অপরাধ বিচার করিবার ক্ষমতা রাখেন এমন কোন আদালতের নিকট লিখিতভাবে অভিযোগ দায়ের করিতে পারেন এবং এইরূপ অভিযোগের ভিত্তিতে উক্ত আদালত অপরাধ বিচারার্থে গ্রহণ করিতে পারিবে।

৮৬। ঝুঁকিপূর্ণ চলাচলরত অভ্যন্তরীণ নৌযানকে অস্থায়ীভাবে আটক, ইত্যাদি —

৮৫ ধারার ১ নং উপধারা অনুযায়ী যেখানে কোন কর্মকর্তা কোন অভ্যন্তরীণ নৌযান পরিদর্শন ও পরীক্ষান্তে মতামত প্রদান করেন যে, এই আইনের কোন ধারা এবং এর অধীনে প্রণীত কোন বিধি লঙ্ঘন করে, যার জন্য নৌযাত্রা এবং ইহার জীবন ও সম্পত্তি ঝুঁকিপূর্ণ হয় সে তখন অস্থায়ীভাবে জাহাজটি আটক করিতে পারিবে এবং এইরূপ কাগজপত্রাদি, যাহা তিনি প্রয়োজন মনে করেন এবং এইরূপ লিখিতভাবে নির্দেশ প্রদান করিতে পারেন যে জাহাজটি উক্ত কর্মকর্তার সন্তুষ্টি মোতাবেক নিরাপদ চলাচলের উপযুক্ত বিবেচিত না হওয়া পর্যন্ত আটক থাকিবে।

৮৭ নিবন্ধন সনদ অথবা জরিপ সনদ অথবা জরীপকারকের সাময়িক চলাচল অনুমতিপত্র ব্যতীত চলাচলকারী নৌযানকে আটকের ক্ষমতা — (১) ৮৫ ধারা অনুযায়ী নিয়োজিত কোন অফিসারের বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে যে কোন অভ্যন্তরীণ নৌযান ধারা ২১ এর উপধারা (১) অথবা ধারা ১২ এর উপধারা (১) এর প্রয়োজনানুযায়ী জরিপ সনদ ব্যতীত অথবা ১২ ধারার ৩ উপধারার প্রয়োজনানুযায়ী অনুমতিপত্র না থাকে সেই ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ নৌযান বাজেয়াপ্ত এবং আটক করিতে পারে।

(২) এতদসত্ত্বেও উপধারা (১) এ যাহাই থাকুক না কেন, যেখানে এইরূপ কর্মকর্তা অথবা ব্যক্তির বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে যে, কোন অভ্যন্তরীণ নৌযান যাহা ১২ ধারা ৩ উপধারার চাহিদা অনুযায়ী জরিপ সনদ ব্যতীত চলাচল করিতেছে, তিনি অভ্যন্তরীণ নৌযান বাজেয়াপ্ত করিবার পরিবর্তে নিবন্ধন সনদ, মাস্টার এবং ড্রাইভারের যোগ্যতা সনদ বাজেয়াপ্ত করিতে পারিবেন এবং এই প্রেক্ষিতে একটি স্বীকারোক্তিমূলক পত্র জারী করিবেন ।

(৩) আটককৃত কোন অভ্যন্তরীণ নৌযানের মালিককে পাওয়া না গেলে সে ক্ষেত্রে যুক্তিসংগত তদন্তের পর নৌযানটিকে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে জনসম্মুখে নিলাম করা যাইবে অথবা বেআইনি চলাচল বন্ধের জন্য সরকারের নিয়ন্ত্রণে নেওয়া যাইবে।

৮৮। আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহ অথবা অন্যান্য কর্তৃপক্ষগণের নিকট হইতে সহায়তা গ্রহণ—মহাপরিচালক অথবা তৎকর্তৃক নিযুক্ত কোন ব্যক্তি অথবা এই আইনের বিধান অনুসারে নিয়োজিত কোন কর্মকর্তা এই আইনের আওতার কোন কার্যাবলি সম্পাদন অথবা ক্ষমতা প্রয়োগকালে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের জন্য কোন আইন প্রয়োগকারী সংস্থা অথবা অন্য কোন সরকারি অথবা বিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করিতে পারিবেন এবং এইরূপ অনুরোধ পাওয়ার পর উক্ত সংস্থা অথবা কর্তৃপক্ষ সহায়তা প্রদান করিবেন।

৮৯। ক্ষমতা অর্পণ—সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের কোনো বিধান প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত শর্তসাপেক্ষে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকার বা মহাপরিচালকের ক্ষমতা কোনো উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে অর্পণ করিতে পারিবে।

৯০। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা—

(১) এই আইনের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, সরকার সরকারি গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(২) এই আইন মোতাবেক তৈরি বিধিতে এই ব্যবস্থা রাখা যাইবে যে, কোন ব্যক্তি উক্ত বিধি ভঙ্গ করিলে বা অমান্য করিলে তাহার সর্বোচ্চ ছয় মাস পর্যন্ত কারাদন্ড এবং ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদন্ড, কিংবা উভয় দন্ডই হইতে পারে।

(৩) এই আইন মোতাবেক তৈরি বিধির অধীনে কোন ব্যক্তিকে বেসরকারি ব্যক্তিগণ কর্তৃক গ্রেফতার করিবার পদ্ধতির ক্ষেত্রে ১৮৯৮ সালের ফৌজদারি কার্যবিধির (১৮৯৮ সালের ৫ম আইন) ৫৯ ধারা যথাসম্ভব প্রযোজ্য হইবে।

৯১। রহিতকরণ ও হেফাজত—(১)The Inland Shipping Ordinance, 1976 (Ordinance No. LXXII of 1976), অতঃপর উক্ত Ordinance বলিয়া উল্লিখিত এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উপধারা (১)-এর অধীন রহিতকরণ সত্ত্বেও রহিত Ordinance-এর অধীন—

(ক) কৃত কোনো কার্য, গৃহীত কোনো ব্যবস্থা বা সূচিত কোনো কার্যধারা এই আইনের অধীন কৃত, গৃহীত বা সূচিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে;

(খ) প্রণীত কোনো বিধি, জারিকৃত কোনো প্রজ্ঞাপন, প্রদত্ত কোনো আদেশ, নির্দেশ, অনুমোদন, সুপারিশ, অব্যাহতি, উক্তরূপ রহিতের অব্যবহিত পূর্বে বলবৎ থাকিলে, এই আইনের কোনো বিধানের সহিত অসংগতিপূর্ণ না হওয়া সাপেক্ষে, এই আইনের অনুরূপ বিধানের অধীন প্রণীত, জারিকৃত, প্রদত্ত এবং অনুমোদিত বলিয়া গণ্য হইবে এবং মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত অথবা এই আইনের অধীন রহিত বা সংশোধিত না হওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে;

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন রহিতকরণ সত্ত্বেও, রহিত Ordinance এর অধীন সরকার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষের-

(ক) ইস্যুকৃত সনদ, মঞ্জুরীকৃত লাইসেন্স বা অন্যান্য দলিলপত্র এই আইনের বিধানানুসারে ইস্যুকৃত, মঞ্জুরীকৃত বা প্রস্তুতকৃত বলিয়া গণ্য হইবে;

(খ) নিযুক্ত বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তা বা কর্তৃপক্ষ এই আইনের বিধানানুসারে নিযুক্ত বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত বলিয়া গণ্য হইবে;

(গ) দায়েরকৃত কোনো মামলা, গৃহীত কোনো ব্যবস্থা বা সূচিত কোনো কার্যধারা অনিষ্পন্ন বা চলমান থাকিলে এমনভাবে নিষ্পন্ন করিতে হইবে, যেন উহা এই আইনের অধীন দায়েরকৃত, গৃহীত বা সূচিত হইয়াছে; এবং

(ঘ) সম্পাদিত কোনো চুক্তি, দলিল বা ইনস্ট্রুমেন্ট এমনভাবে বহাল থাকিবে, যেন উহা এই আইনের অধীন সম্পাদিত হইয়াছে।

৯২। ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ—(১) এই আইন কার্যকর হইবার পর সরকার, সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের বাংলা পাঠের ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিবে।

(২) বাংলা ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।